CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 September 2021 ■ আগরতলা ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ২৩ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নজিরবিহীন সন্ত্রাসে রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক, পুড়ল গাড়ি-দলীয় অফিস

আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যম, চরম সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। নজিরবিহীন সন্ত্রাসে রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। নাশকতার আগুনে পুড়েছে গাড়ি, সিপিএম পার্টি অফিস। আক্রান্ত হয়েছে সংবাদ মাধ্যম। বামপন্থী ছাত্র যুবদের অতর্কিত আক্রমণে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী। আজ দিনভর দফাওয়ারী সন্ত্রাসের ঘটনায় রাজ্যকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কারণ, একইদিনে উদয়পুরে যুব মোর্চার কর্মী গুরুতর আক্রান্ত হয়েছেন। বিশালগড় সিপিএম পার্টি অফিস পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। আগরতলায় মেলারমাঠ সিপিএম পার্টি অফিসের ভেতরে একটি ও বাইরে তিনটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া, প্রতিবাদী কলম পত্রিকার অফিসে ভাংচুর চালানোর পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে এবং সাংবাদিককে মারধর করা হয়েছে। সিপিএম পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের বাইরেও যানবাহনে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক সন্ত্রাস রাজ্যে ক্রমশ পরিস্থিতিকে অস্থিরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি ও সিপিএমের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনার পারদ প্রতিনিয়ত চড়ছে। আজ উদয়পুরে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের সাথে বিজেপি যুব মোর্চার সংঘর্ষে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। একজন যুব মোর্চার কর্মী সিপিএমের মারে গুরুতর আহত হয়েছেন। এরই পাল্টা বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা বিধায়ক রতন ভৌমিকের গাড়ি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, উদয়পুর জামতলা স্থিত সিপিএম পার্টি অফিসে হামলা করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস এবং স্ট্যান্ড গ্রেনেড ছুড়েছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে হলেও এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আজ ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ এবং এসএফআই উদয়পুর শহরে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল। ওই খবর পেয়ে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা জামতলা এলাকা তিন দিক থেকে ব্যারিকেড দিয়ে ফেলেন। শহরে বামপন্থী ছাত্র যুবদের মিছিলকে ঘিরে আগে থেকেই উদয়পুর শহরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ। তা সত্ত্বেও দুই গোষ্ঠির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে।

এদিন বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী আমতলীর বাসিন্দা মাফিজ মিয়া সিপিএম পার্টি অফিসে ঢিল ছুড়েন। তাতে, বামপন্থী যুবরা দৌড়ে গিয়ে তাঁকে পাকড়াও করেন এবং বেধরক মারধরে রক্তাক্ত করেছেন। দমকলের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে তেপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। তার মাথা ফেটে গিয়েছে। চিকিতকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক জানিয়েছেন।

দলীয় কর্মীর আক্রান্তের ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেন বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা। তাঁরা জামতলা সিপিএম পার্টি অফিসের সামনে দাঁড়ানো বিধায়ক রতন ভৌমিকের গাড়ি ভাংচুর করেছেন। সাথে তারা সিপিএম পার্টি অফিসেও ইট পাটকেল ছুড়েছেন। ওই ঘটনায় পরিস্থিতি ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কাঁদানে গ্যাস এবং স্ট্যান্ড গ্রেনেড ছুড়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুণরায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে আশঙ্কায় এলাকায় বিশাল ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, নাশকতার আগুনে পুড়েছে সিপিএম পার্টি অফিস। আগরতলায় মেলারমাঠ স্থিত সিপিএম পার্টি অফিসের ভেতরে এবং বাইরে দাড়ানো গাড়িগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এছাড়া, মেলারমাঠ স্থিত একটি সংবাদ মাধ্যমের অফিসেও দুস্কৃতিকারীরা হামলা করেছে এবং অফিসের বাইরে দাঁড়ানো গাড়ি ও বাইকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার আগরতলায় সিপিএম পার্টি অফিসের বাইরে ও ভেতরে পার্কিং করা তিনটি গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে দুস্কৃতিরা। ছবি নিজস্ব।

বিশ্ব ফিজিওথ্যারাপি দিবস উপলক্ষে র‍্যালী অনুষ্ঠিত আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট এর উদ্যোগে বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরে ওয়ার্ল ফিজিওথেরাপি ডে উপলক্ষে এক রেলির আয়োজন করা হয়। রেলিটি আগরতলারবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়। বুধবার ফিজিওথেরাপি দিবস। এ উপলক্ষে ইন্ডিয়ান ফিজিওথেরাপিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজধানী আগরতলা শহরে এক সচেতনতামূলক রেলি অনুষ্ঠিত হয়।

রিলিটি রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু করে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। রেলিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের সম্পাদক বলেন, কোভিড পরবর্তী সময়ে ফিজিওথেরাপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। কোভিড পরিস্থিতি চলাকালেও ফিজিওথেরাপিস্টরা তাদের পরিষেবা ঝুঁকি নিয়ে অব্যাহত রেখেছেন। ফিজিওথেরাপিস্ট ছাড়া যেকোনো স্বাস্থ্য শিবির অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে দাবি করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ফিজিওথেরাপিস্টদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং তাদের কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসনকে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য তারা অনুরোধ জানিয়েছেন।

ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজকের দিনে এই সচেতনতামূলক সংগঠিত করা হয়।রেলিটিরবীন্দ্র ভবনেরসামনে থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। কর্মকর্তারা জানান যাবতীয় অরুনা বিধি মেনেই স্বল্পসংখ্যক সদস্যদের নিয়ে এই রেলী সংগঠিত করা হয়েছে।

অনলাইন লটারি দুর্নীতি নিয়ে মানহানি মামলায় ধাক্কা খেলেন প্রাক্তন অর্থ মন্ত্র বাদল চৌধুরী

প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা রতন লাল নাথসহ আরও ৩ অভিযুক্তকে মামলা থেকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। অনলাইন লটারি দুর্নীতি নিয়ে মানহানির মামলায় বড়সর ধাক্কা খেলেন প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী বাদল চৌধুরী। ওই মামলা পরিচালনার অযোগ্য বিবেচনা করে অভিযুক্ত প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী সহ আরও তিনজনকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে আদালত। তাতে আবারও প্রমাণিত হয়েছে, অনলাইন লটারি দুর্নীতি নিয়ে প্রাক্তন বিরোধী দলনেতার অভিযোগ এবং সিবিআই তদন্তের দাবির যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাম জমানায় ওই দুর্নীতির ঘটনায় বর্তমান ত্রিপুরা সরকার নতুন করে তদন্ত শুরু করবে কি, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

২০০৫ সালে তত্তালীন বামফ্রন্ট সরকার ভিডিওকনের সাথে অনলাইন লটারি নিয়ে চুক্তি করেছিল। কিন্তু, তাতে প্রচুর দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। তত্তালীন বিরোধী দলনেতা রতন লাল নাথ ওই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে সমস্ত তথ্য তুলে ধরেছিলেন। তিনি অনলাইন লটারি দুর্নীতির সিবিআই তদন্তের দাবিও তুলেছিলেন। কিন্তু, তদানিন্তন ত্রিপুরা সরকার কোন তদন্ত করেনি। বরং অনলাইন লটারি বন্ধ করে দিয়েছিল।

এদিকে দুর্নীতি ঘটনায় মুখ বাঁচাতে তত্তালীন অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বিরোধী দলনেতা রতন লাল নাথ ও আরও তিনজনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, ওই মামলা বাদল একদিনের জন্যও আদালতে হাজিরা দেননি। দীর্ঘ বছর শুনানি শেষে আজ পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারকের রায়ে ওই মামলা থেকে রতন লাল নাথ সহ সমস্ত অভিযুক্তদের অব্যাহতি দিয়েছেন।

আদালত রায়ে বলেছে, সিআরপিসি ১৯৯(২) ধারা মোতাবেক ওই মামলা পরিচালনার জন্য অযোগ্য। কারণ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে মামলাকারী ব্যর্থ হয়েছেন। আদালতের বক্তব্য, বাদল চৌধুরীর মানহানি হয়েছে আদালতে তা প্রমাণিত হয়নি। তাই, ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৫০০, ৫০১ এবং ৩৪ ধারায় দায়ের মামলা থেকে রতন লাল নাথ সহ আরও তিনজনকে অব্যাহতি দেওয়া হল।

ডিএলএড পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জে প্রতিবাদে ধরণা এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ডিএলএড ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরে উত্তর গেইট এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের পাদদেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ডিএলএড ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা অনলাইনে গ্রহণের দাবিতে মঙ্গলবার শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার অফিসের সামনে ধরনা আন্দোলন সংগঠিত করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। টানা ৭ ঘণ্টা ধরনা আন্দোলন সংগঠিত করার পর পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়।

পুলিশের বর্বরোচিত অমানবিক লাঠিচার্জে ২৫ জন ছাত্র ছাত্রী আহত হয়েছে বলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে আটজন এখনো জীবী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশের লাঠিপেটার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে সংগঠন। পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বুধবার বেলা ১১ টা থেকে বিবেকানন্দ মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। অবিলম্বে পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি শিক্ষা দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিধাইয়ে নিজ বাড়িতেই গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। সিধাই থানা এলাকার নবিন চৌধুরি পারা থেকে এক গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত গৃহবধূর নাম স্যামপ্লি দেববর্মা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পারিবারিক কলহের জেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক উপজাতি গৃহবধূ। আত্মঘাতী গৃহবধূ নাম স্যামপ্লি দেববর্মা।

বসত ঘর থেকেই স্যামপ্লি দেববর্মা নামে ২৩ বছর বয়সী গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে বিরমোহনের নবীন চৌধুরী পাড়ায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সিধাই থানার পুলিশ।গৃহবধূর স্বামী বাড়ির লোকেদের বক্তব্য গতকাল রাত্রি ৯ টার পরে নিজ ঘরের মধ্যে গৃহবধূ স্যামপ্লি দেববর্মাকে গলায় দড়ি লাগানো ঝুলন্ত অবস্থাতে দেখতে পান তারা।রাতে বারোটার সময় সিধাই থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়ার কাজ সেরে দেহ নিয়ে আসে মোহনপুর হাসপাতালের মর্গে।ঘটনাটির বিষয়ে সিধাই থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান ফাসিতে আত্মহত্যা করেছে বলে মৃতার শ্বশুরবাড়ির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ দফা দাবীতে আগরতালয় ধরণা আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে আমরা বাঙালি দল। আন্দোলনে অংশ নিয়ে আমরা বাঙালি রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল অভিযোগ করেছেন রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়া চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি রোধ, পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সহ মোট পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনে শামিল হয়েছে আমরা বাঙালি দল। শিবনগর আমরা বাঙালি দলের কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে অংশ নিয়ে আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল জানান দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়ে কোনো কাজ হয়নি। আন্দোলন করার অনুমতি দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নিয়ে অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি করার প্রতিবাদে পঞ্চায়েত আর.পি.এমকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসীরা। ঘটনা রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম পিপাড়িয়া খলা পঞ্চায়েতে। বাম আমলের মতই রাম আমলেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নিয়ে অনিয়ম করে আসছিল পশ্চিম পিপাড়িয়া খলা পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত আর.পি.এম পুলক চৌধুরী।

বাম গেল রাম আসলো নিজেকে শুধরে না নিয়ে আগের মতই ঘর নিয়ে আরো অনিয়মের অভিযোগ উঠলো পঞ্চায়েত আর.পি.এম তথা বাম ভক্ত পুলক চৌধুরীর বিরুদ্ধে। কথায় আছে ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ক্ষমতা পালা বদলের পরেও এই বাম ভক্ত পঞ্চায়েত আর.পি.এম ধরাকে সরা জ্ঞান করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নিয়ে অনিয়ম করতে থাকে। যাদের পাকা ঘর আছে , তাদেরকে টাকার বিনিময়ে ঘর পাইয়ে দিচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের নানা জায়গায় হামলা হুজ্জুতি, অগ্নিসংযোগ

জনগণের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে বিজেপি জোট সরকার, তাই হামলা হচ্ছে ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বিজেপি জোট সরকার। আর এর প্রধান কারণ হচ্ছে সরকারের ব্যর্থতা। এই অবস্থায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিরোধী দলের পার্টি অফিসে হামলা, নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। মূলতঃ বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সিপিএম পার্টি অফিসে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়ায় তিনি একথা বলেন।

এদিন সন্ধ্যায় আগরতলায় সিপিএম পার্টি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর। তিনি বলেন, একটা রাজনৈতিক হিংস্রতার মধ্যে রাজ্যটা যে চলছে তা আজকের বেশ কিছু ঘটনা প্রমাণিত। লাগাতর আক্রমণের ঘটনাগুলি পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। তিনি বলেন, এদিন কাঠালিয়া পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে। কাঠালিয়া লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারির বাড়িতে ভাঙচুর করেছে। এরপর বিশালগড়ে সিপিএমের বৈঠক শেষে বিজেপির দুস্কৃতিকারীরা বুলডোজার নিয়ে গিয়ে পার্টি অফিসের গেইট ভেঙে ভেতরে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। পার্টি অফিসের কাছে দলীয় কর্মী পার্থ মজুমদারের বাড়িতে ভাঙচুর করেছে। উদয়পুরে যুবদের আন্দোলন কর্মসূচিতে বিজেপির দুস্কৃতিকারীরা হামলা করেছে।

সদর জেলা কমিটির অফিসে হামলা ভাঙচুর করেছে। রাজ্য কমিটির অফিসে হামলা চালায়। বিজন ধর জানান, এদিন আচমকা দুস্কৃতিরা পার্টি অফিসের দুতলায় উঠে আসে। ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। এই অবস্থায় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অশান্তি সৃষ্টিতে সিপিএমের প্ররোচনা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। সারা ত্রিপুরায় প্ররোচনা দিয়ে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে সিপিএম। আজ তাই প্রতিরোধের ট্রেলার দেখানো হয়েছে। প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি। মেলারমাঠে সিপিএম পার্টি অফিসের বাইরে গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় এই মন্তব্য করলেন প্রদেশ বিজেপি সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ কথা, বিজেপিকে দুর্বল ভেবে রণকৌশল বদলানো উচিত হবে না। এদিকে, বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য সিপিএমের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী দিয়েছেন, সন্ত্রাসের চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন। প্ররোচনা দিয়ে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসলে জনরোষে পরবেন।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সন্ত্রাসে প্ররোচনা দিচ্ছেন। ইতিপূর্বে সিপিএমের শীর্ষ নেতারা নিরামিষ অস্ত্রের কথা বলেছেন। তাতে প্রমাণিত, সিপিএম সন্ত্রাসে ভর করে শান্তির ত্রিপুরায় অশান্তি চাইছে। তাঁর বক্তব্য, বার বার বলেছি শান্ত ত্রিপুরাকে অশান্ত করবেন না। তাতে পরিণাম ভাল হবে না। অথচ, এখন দেখা যাচ্ছে, সিপিএমের সন্ত্রাসের ছবি তুলে তারই প্রচার করছেন। তাঁর দাবি, এভাবে সন্ত্রাসের ছবি প্রচার উদ্দেশ্য হল উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়া।

নবেন্দুর বক্তব্য, ধনপুরে সিপিএমের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সারা ত্রিপুরায় প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে। পূর্ব সূচী অনুযায়ী আগরতলায় যুব ও মহিলা মোর্চা মিছিল সংগঠিত করেছে। কিন্তু, শান্তিপুর্ন মিছিলে সিপিএম জেলা কার্যালয় থেকে ইট-পাটকেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার উদয়পুরে সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তিকে দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ছবি নিজস্ব।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩১৯◘ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ২৩ভাদ্র◘ বৃহস্পতিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কৃষক আন্দোলন

বাম সংগঠন গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কর্মের প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। গত নয় মাস ধরিয়া দিল্লি সহ বিভিন্ন সীমান্তে আন্দোলনকারীরা তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কেন্দ্র সরকারকে কৃষি আইনের ধারাগুলি প্রত্যাহার করিয়া নিতে
হইবে। যতদিন পর্যন্ত কৃষি আইন প্রত্যাহার করিয়া না নিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা আন্দোলন চালাইয়া যাইবেন। সরকার এবং আন্দোলনকারী উভয় পক্ষ
তাহাদের অবস্থানে অনড় থাকায় এখনো পর্যন্ত মীমাংসা সূত্র বার হয় নাই।দেশের একাধিক রাজ্যে কৃষক বিক্ষোভের মধ্যেই একাধিক রবিশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়াইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে কেন্দ্র। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গম, সরষের বীজ, বার্লি-সহ কয়েকটি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়াইবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রের অর্থ বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি তাহাতে ছাড়ও দিয়াছে। ২০২২-২৩ বিপণন মরশুম থেকে কেন্দ্রের এই নয়া মূল্যবিধি চালু হইবে।একাধিক পণ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ভাল আকারে বাড়ানো হইলেও গমের ক্ষেত্রে তাহা বাড়িয়াছে মাত্র ৪০ টাকা। এইবার থেকে কুইন্টাল প্রতি গম ন্যূনতম ২০১৫ টাকা দরে কিনিবে সরকার। যাহা আগের বছরের তুলনায় বাড়িয়াছে মাত্র ২ শতাংশ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই হার সর্বনিম্ন। এ নিয়া ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হইয়াছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং কেন্দ্রের এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগ, এইভাবে দিল্লিতে বিক্ষোভকারী কৃষকদের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হইতেছে।

গমের ক্ষেত্রে সহায়ক মূল্য নিয়া বিতর্ক হইলেও, অন্য পণ্যগুলিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানো হইয়াছে বেশ উল্লেখযোগ্য হারেই। এবছর আবার সরষের বীজের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টালে বাড়ানো হইয়াছে ৪০০ টাকা। এখন থেকে প্রতি কুইন্টাল সরষের বীজ কেনা যাইবে ৫০৫০ টাকা দরে। কাঁচা ছোলায় ১৩০ টাকা বাড়ানো হইয়াছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য।বার্লির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়াছে ৩৫ টাকা।প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৬ নভেম্বর থেকে দিল্লির রাজপথে আন্দোলন করিয়া চলিয়াছেন দেশের কৃষকরা। তাঁহাদের অন্যতম প্রধান দুই দাবি হইল, কৃষি আইন প্রত্যাহার ও শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনে পরিণত করা। এর মধ্যেই এদিন ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ব্যাপক বৃদ্ধি হইল। প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করিয়া কৃষি আন্দোলন আদৌ কি প্রত্যাহার করিতে পারিবে? এই প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কৃষকরা আন্দোলনে সামিল হইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার দাবিতে। কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণার প্রয়াস কৃষকদের আকর্ষিত করিবার যে চিন্তাধারা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক নয় বলিয়া অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের কৃষকরা আন্দোলনে শামিল হইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষি আইন প্রত্যাহার করিবার দাবিতে। কৃষক আন্দোলনের নেতারা স্পষ্ট বার্তা দিয়াছেন যতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দাবি মানিয়া না নিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে কৃষকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে রাজি হইবে কি? কৃষকরা যাহাতে আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া নেয় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার এই নয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। শব্দের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য খানিকটা বাড়াইয়া প্রকৃত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না তাহা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে বার্তা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে বার্তা দিলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বুধবার তিনি টুইটে লেখেন, "সাক্ষরতার সঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষার সঙ্গে উন্নত জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাখবোনা কাউকে নিরক্ষর, সবাইকে করব সাক্ষর। আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আসুন সবাই মিলে জ্ঞানের দীপ্তি জ্বালার প্রতিজ্ঞা করি।"

প্রসঙ্গত, ১৯৬৬ সালের ২৬ অক্টোবর ইউনেস্কোর স্লোগানে সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য একটি আলোচনাসভা হয়। শিক্ষাকে সব স্তরে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয় সেখানে। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৬৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দিনটিকে প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বা ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি ডে" হিসাবে ঘোষণা করেছিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভবানীপুরে লড়বেন সিপিআই (এম)-এর শ্রীজীব বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের প্রার্থী ঘোষণা

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভবানীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন সিপিআই (এম)-এর শ্রীজীব বিশ্বাস। ভবানীপুর আসনে মমতার বিরুদ্ধে শ্রীজীবকে প্রার্থী করেছে বামফ্রন্ট। পাশাপাশি সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের প্রার্থী ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। সামশেরগঞ্জ বিধানসভা আসনে প্রার্থী করা হয়েছে সিপিআই (এম)-এর মহম্মদ মুদাসার হোসেনকে এবং জঙ্গিপুরের প্রার্থী হয়েছেন আরএসপি-র জানে আলম মিঞা।

উল্লেখ্য, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। শুধু ভবানীপুর নয়, একইসঙ্গে ওই দিন ভোটগ্রহণ হবে রাজ্যের আরও দু'টি বিধানসভা কেন্দ্রে। ভোটগ্রহণের আগেই মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর ও সামশেরগঞ্জে প্রার্থী মারা গিয়েছিলেন। এই দুই আসনে ৩০ সেপ্টেম্বর ভোট হবে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭৫৯

কলকাতা,৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্য ছেড়ে কিছুতেই আতঙ্ক কাটছে না করোনার। ফের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পেরোলো ৭০০। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৭৫৯ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭৫৯ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৫৩,৯২৮। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৫৩১। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৮৪১। যার জেরে রাজ্য জুড়ে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,২৭,১০৯। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.২৭ শতাংশ। মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০১,৭৩,১৩,৮৮৫। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

ভুয়ো কল সেন্টারের আড়ালে প্রতারণা চক্র

কলকাতা,৮ অক্টোবর (হি. স.): মাঝেমধ্যেই শহরের বিরুদ্ধে উঠছে নানান ধরনের জালিয়াতির অভিযোগ। চিকিৎসায় গাফিলতি থেকে রোগী হয়রানি নানান ধরেনের অভিযোগ উঠছে শহর জুড়ে। এরই মাঝে বুধবার ভুয়ো কল সেন্টারের আড়ালে প্রতারণা চক্রর অভিযোগ সল্টলেকে।

অভিযোগ উঠেছে সল্টলেকে কল সেন্টারের আড়ালে চলছিল প্রতারণা চক্র। অভিযোগ বিদেশী নাগরিকদের ভুল বুঝিয়ে চলছিল টাকা হাতানোর। ঘটনায় বুধবার সেক্টর ফাইভ থেকে গ্রেফতার ভুয়ো কল সেন্টার মামলার মূল পাণ্ডা।বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের তরফে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। এই ঘটনায় আর করা জড়িত তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

বেকারত্বের হার আরও বাড়ল

ড. দেবনারায়ণ সরকার

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির বিখ্যাত উক্তি,"প্রতি-প্রগতি আজ হল সত্যের প্রতি মৌলিকভাবে হার মানা" ("Brech of premise is a base of surrender of truth)। এটা অনস্বীকার্য যে ২০১৪ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর একটার পর আরেকটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলেছে কেন্দ্রে মোদি সরকার। তার জমানার প্রায় শেষ লগ্নে মোদির সবথেকে বড় প্রতিশ্রুতির (বছরে দু'কোটি লোকের চাকরি) বিড়ম্বনা আরও বাড়িয়েছে দেশে বেকার নিয়ে সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র সর্বশেষ তথ্য। এছাড়াও ২০১৫ সালে মোদি সরকারের প্রতিষ্ঠিত ১০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া'য় ১৮ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সম্পর্কে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রসেশানের (ডিআইপিপি) সরকারি তথ্যও মোদি সরকারকে আরও বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে।

প্রথমে দেশের বেকারত্ব সম্পর্কে সিএসআইই-র সেষ রিপোর্ট সম্পর্কে আসা যাক। ২০১৯-এর এপ্রিলের প্রথম তিন সপ্তাহে দেশে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.৯ শতাংশ এবং ৮.৪ শতাংশ। এর আগে তাদেরই রিপোর্ট বলেছিল ২০১৯- এর ফেব্রুয়ারিতে দেশে বেকারত্ব ছুঁয়েছে ৭.২ শতাংশ। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র ২০১৮-এর ফেবরুয়ারি থেকে ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে বেকারত্ব বেড়েছে ১ কোটির অনেক বেশি। অর্থাৎ সিএমআইই-র রিপোর্টে স্পষ্ট মোদির ৫ বছরের শেষ মাসেও দেশে বেকারত্বের হার ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়েই চলেছে।

গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারের পক্ষ থেকে কর্মসংস্থান সম্পর্কে এমন ভয়াবহ কর্মসংস্থানের রিপোর্ট চাপা দিয়ে বলা হয়েছিল, গত মার্চ মাসের মধ্যেই এই রিপোর্ট সর্বাংশে প্রকাশ করা হবে। কিন্তু মোদি সরকার নিজের চরম বিপদের সংকেত পেয়ে এখনও সরকারি রিপোর্ট প্রকাশ করেননি। শুধু এনএসএসও এবং সিএমআইই করা হয়েছে এবার আসা যাক 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া'য় কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান 'ডিআইপিপি'র রিপোর্টে। এটা ঘটনা যে ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে প্রথম ওঠে এসেছিল 'স্টার্ট-আর ইন্ডিয়া'। পরর বছর তা কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসাবে ঘোষিত হয়। তহবিল হাজারের সামান্য বেশি। আর এই ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে এখন পর্যন্ত ৬০০ কোটি টাকা স্মল ইন্ডাস্ট্রিক ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে (সিডবি) দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ায় ঘোষণাকৃত ১০ হাজার কোটি টাকার পুঁজির মাত্র ৬ শতাংশ সিডবিকে দেওয়া

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের (এমএসএসও) সরকারি তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ স্পর্কে সমস্ত নয় পরবর্তী সময়ে এডিআর সার্ভে, অক্সফাম ইন্ডিয়ার সার্ভে, এমনকী সম্প্রতি আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ঘোষণা হয় ১০ হাজার কোটি টাকার। লক্ষ্য, ২০২০ সালের মধ্যে এই সব নতুন সংস্থায় ১৮ লক্ষ কর্মসংস্থান। এরপর সাড়ে হয়েছে। কিন্তু সেটাও খাতায়কলমে। খোদ নীতি আয়োগের হিসেবই বলছে, ওই টাকার পুরোটা বিলি হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্প কার্যত প্রায় পুরোটাই ব্যর্থ। তাই ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে নতুন করে টাকা বরাদ্দ করতে নারাজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক।

স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ার সরকারি ওয়েবসাইট বলছে, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১৬৩টি সংস্থা টাকা পেয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে এর ফলে তৈরি হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ। মোট লক্ষ্যমাত্রার খুব সামান্য। এমনকী সরকারি হিসেব অনুযায়ী, নথিভুক্ত সংস্থাগুলির এক শতাংশও তহবিল থেকে টাকা পায়নি। কেন মোদির স্টার্ট আপ সাফল্যে বাধা? অনেকে বলছেন সরকারি তহবিল থেকে পুঁজি পাওয়ার প্রক্রিয়া জটিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওই টাকা পাওয়ার জন্য প্রথমেই খরচ করে পরামর্শদাতা নিয়োগ করতে হবে। অধিকাংশ স্টার্ট-আপের পক্ষে, তা সম্ভব নয়। সরকারি হিসেবের তুলনায় আরও বেসরকারি তথ্য। আইবিএস-অক্সফোর্ড রিপোর্ট বলছে, ভারতের ৯০ শতাংশ স্টার্ট-আপ শুরু হবার ৫ বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই স্টার্ট আপে মোদির চরম ব্যর্থতা স্পষ্ট। তাই সার্বিকভাবে বিভিন্ন রিপোর্টে স্পষ্ট, গত পাঁচ বছরে মোদির সব থেকে বড় প্রতিশ্রুতি বছরে দু'কোটি কর্মসংস্থান কার্যত উল্টে গিয়ে বছরে ১ কোটিরও বেশি বেকার তৈরি হচ্ছে ভারতে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

প্রাক্ ঔপনিবিশিক শিল্প সাহিত্য থেকে বর্তমান শিল্প-সাহিত্যে মহামারী ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা

অরিন্দম ঘোষ

বর্তমান কোয়ারেন্টাইন হোম আইসোলেশন, সেফ হোম, লকডাউন প্রভৃতি পরিভাষাগুলি জনগণেরকাছে জলভাত হলেও কোভিড মহামারি অথবা অতিমারি'র প্রথম দিকে কিন্তু তা একেবারেই ছিল না। এর আগেও আমাদের দেশে হানা দিয়েছে নানারকম মহামারি- প্লেগ, ডেঙ্গু, কলেরা, বসন্ত, স্প্যানিশ ফু আরও কত কী! প্রাক্ উপনিবেশিক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই মহামারিকে 'মড়ক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাই মড়ক প্রতিরোধের একমাত্র প্রতিষেধক রূপে তখন দৈব উপাসনা ছিল মানুষের অন্তিম ভরসা। শোনা যায় যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ই সাধক রামপ্রসাদ তার "অন্ন দে গোমা অন্নদা" রচনা করেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, "অন্ন" অর্থে এখানে তিনি ভাতের কথা বোঝাতে চাননি, তৎকালীন সময়ের অন্নাভাবের কথাই রূপকধ্বী ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত করতে চেয়েছেন তিনি।

বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেরই হয়তো স্মরণ আছে যে তৎকালীন প্লেগ যখন মহামারীর রূপ নেয়, সেইসময় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হৃদয় শুন্য করে চিরকালের জন্য বিদায় নেন তার প্রথমা সহধর্মিনী আর তীর শিশুপুত্র। বর্মাতে তখন ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে কালান্তক প্লেগ। সেখানে তখন ইংরেজ কলোনি। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ছোয়া লেগেছে পুরোপুরিভাবে। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত শরৎচন্দর শ্রীকান্ত" উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে আমরা লেখকের লেখনীর মাধ্যমে জানতে পারি, পরদিন বেলা এগারো-বারোটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌছাবে, কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখ চোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন- কেরেন্টিন। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট- দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাটাতালের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়েঘর তৈয়ারী হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়।" বহিরাগতদের "কেরেন্টিন-এ রাখার বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে সেখানে জনস্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই শরৎতন্দ ব্যবস্থার চরম অমানুষিক চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন যা পড়লে যেকোনো সচেতন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ চোখের জল আটকে রাখতে পারবেন না। এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানার গরু-ছাগল ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছেটলোকেরা কোনরকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্মান্তিক ব্যাপার"। পরক্ষণে তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন, ভদ্রলোকের জন্য নয়....। তৎকালীন সাথে তুলে ধরেছেন অমর কথাশিলী।

শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যার মত মহামারি সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্তা বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করেছে যুগ যুগ ধরেত্তত্ত প্রাচীনকাল, আধুনিক বা উত্তর আধুনিক যুব; সর্বক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য।

মহামারির আক্রমণে উজাড় হয়েছে প্রাম থেকে শহর। তৎকালীন সমাজও আজকের মতো প্রত্যক্ষ করেছে শবদেহের মিছিল। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ আর সাহিত্যিকগণ সমাজের সার্থক রূপকার, তাই তীরা সেইসব চলমান ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উদাসীন থাকতে পারেন নি কখনও। ঋষি বহিমচন্দচট্টোপাধ্যায়েব "আনন্দমঠ" উপন্যাসে মহামারি না কী "মড়ক"?-র সেই যন্ত্রণাক্রিষ্ট সমাজ ব্যস্থার চিত্র গর্জে উঠেছে লেখকের করমে, "রোগ সময় পাইল- জবর, ওলাওঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমনীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেরিয়া ভয়ে পালায়। মহ সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান-ত্ত কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণ কালে সকলেই গিয়াছে পাঠকবর্গ একটু গভীরভাবেহ বর্তমান সমাজও কী একই ঘটনার সাক্ষী নয়? সত্যিই তো মহমারি ধনী-নির্ধন বিচার করে আসে না। শুধু বেদনার স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলতে হয় আমাদের।

আরণ্যক উপস্যাসেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুয়োরমারি বস্তির সঙ্গে আমাদের পাই যে সেই বস্তিতে যখন কলেরা মহামারির আকার ধারণ করল তখন প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশীনদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই" এই মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনাও কী বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া বা প্রিন্টিং মিডিয়া মারফত প্রত্যক্ষ করি শশানে, গোরস্থানে বা কফিন প্রাঙ্গণে মৃতদেহকে সৎকার করা দূরে থাক, পাচ্ছেন সংকারকারীরা! জীবনস্মৃতি-তে আমরা দেখেছিত্তয়ে ডেঙ্গু প্রবাহমান, রবি ঠাকুরের পরিবার তখন সপরিবারে এসে আশ্রয় নিলেন পেনেটির বাগানবাড়িতে। ভেবে দেখুন-ঠিক যেন বর্তমান "হোম আইসোলেশন'।

রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" উপন্যাসেও এই মহামারির কথা উঠে এসেছে, "যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ তকমা পরা চাপরাশির ভয়ে লোক ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তীর প্রতিবেশী চামারগুলোকে সকলে আগে প্লেগেত্ত ধরিবে, সেই সঙ্গে তারও গুষ্টিশুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত।" বর্তমানে কোভিড বিষয়ে যে "গোষ্ঠী সংক্রমণ" বিষয়ে সতর্ক করার চেষ্টা চলছে 'গুস্টিশুদ্ধ সহমরণ মাধ্যমে দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ কতকাল আগে সেকথা লিখে গিয়েছিলেন ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে অজানা মহামারি কোভিড যখন প্রথম থাবা বসাল তখন কোনো কোভিড আক্রান্তের খবর পেলে প্রশাসন থেকে তাকে কোভিড হাসপাতালে তুলে নিয়ে যাওয়া হত। আর সেই আশঙ্কায় আক্রান্ত বা সম্ভাব্য কোভিড আক্রান্তদের অনেকেই নিজেদের রোগ গোপন করে যেতেন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ, উপন্যাসে রয়েছে,"পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায়, এ জন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না।" সময় ও কাল বদলালেও মহামারি নিয়ে বদলায়নি মানুষের মনোভাব। এই মহামারির প্রকোপে কমানোর জন্য সেই সময় বিশ্বকবি একটি সুন্দর ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি হল, "পাঞ্চ সিক্ত পাচন", ঠিক যেমন বর্তমান বিজ্ঞান বলছে লবঙ্গ,দারুচিনি, মধু ইত্যাজি মিশ্রিত করে একটি কাথ তৈরি করে প্রতিদিন খাওয়ার জন্য। ১৯১৯ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে এই নুমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই করে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্ছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধহয় অনেকদিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী ভুগছেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেছেন সুকেশীর জন্য ভাবনার কারণ আছে কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েপা হয়নি। আমার বিশ্বাস তার কারণত্তত আমি ওদের বারবার পাঞ্চ সিক্ত পাচন খাইয়ে আসছি তারাশঙ্কর বন্দপাধ্যায়ের ধাত্রী দেবতা" গিণদেবতা' প্রভৃতি উপন্যাসেও আমরা প্রত্যক্ষ সেই সময়। তারাশঙ্কর তার "আরোগ্য নিকেতন? উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে শিক্ষিত ছেলেরা বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে কীভাবে কলেরায় মৃত্যু আটকাতে চাইছে।

মড়ক বা মহামারির প্রসঙ্গ বাদ যায়নি কমিকস্ সাহিত্যেও। কিংবদন্তী কমিকস্ শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ তার জীবন্ত দলিল হহাঁদা ভৌদা"র কমিকসে দেখিয়েছেন যে হাদা আর ভোদা যখন একটি গ্রামে উপস্থিত হয়েছে সেখানে মড়কের কবলে অনেক আগেই প্রাণ হারিয়েছেন সেই গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা। বর্তমানে জনমানবশূন্য সেই গ্রামে শুধু "তেনাদের" অর্থাৎ ভূতদের আস্তানা। কেবল বাংল সাহিত্যেই নয়, বিভিন্ন নাটক বা চলচ্চিত্রেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে উঠে এসেছে "মড়ক"এর প্রসঙ্গ। বাংলার সাহিত্যসমাজের গণ্ডির বাইরে বিদেশি সাহিত্যিকরাও মসীর আশ্রয় গ্রহণ তুলতে। কোনো কেনো ক্ষেত্রে মহামারি দমনে প্রশাসনিক অদক্ষতার কথা ক্ষুরধার ভাষায় ব্যক্ত করতেও পিছপা হননি তারা আর এভাবেই একের পর এক জন্ম নিয়েছে কালজয়ী ক্লাসিক সাহিত্যসম্ভার-ত্ত ড্যানিয়েল ডিফোর "আ জার্নাল অব দ্য প্লেগ ইয়ার" আলেসান্দ মানজির দয় বিট্রথেড" আবেয়ার কাসুর "প্লেগ" গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের লাভ ইন দ্য টাইন ওরহান পামুকের নাইটস অব প্লেগগ প্রভৃতি। এই সমস্ত সাহিত্য নাটের মাধ্যমে, চলচ্চিত্র, থিয়েটার, নাটক দর্শনের মাধ্যমে চিত্রকলা প্রদর্শনীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সচেতন হয়েছে মানুষ। আর এভাবেই মহামারি এসেছে তার নিজস্ব নিয়মেন আর বিদায়ও নিয়েছে তার নিজস্ব ঢঙে। সমাজ ফিরে পেয়েছে তার নিজস্ব গতিময় ছন্দ। মহামারির স্থান হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। এবার তাকানো যাক গত বছর আর চলতি বছরের মৃত্যু তালিকার দিকে। ২০২০ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি), চলচ্চিত্রাভিনেতা তাপস পাল (১৮ ফেব্রুয়ারি), ফুটবল ব্যক্তিত্ব পি কে ব্যানার্জি (২০ মার্চ), চলচ্চিত্রাভিনেতা ইরফান খান (২৯ এপ্রিল), ঋষি কাপুর (৩০ এপ্রিল), ফুটবল ব্যক্তিত্ব চুনী গোস্বামী (৩০ এপ্রিল), সাহিত্যিক দেবেশ রায় (১৪ মে), নিমাই ভট্টাচার্য (২৫ জুন), নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্কর (২৪ জুলাই), চলচ্চিত্র পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায় ৫৪ জুন), রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পূর্বা দাস (১৯ সেপ্টেম্বর), বাচিক শিল্পী প্রদীপ ঘোষ (১৬ অক্টোবর), চলচ্চিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (১৫ নভেম্বর), কৰি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯ নভেম্বর) কে। চলতি বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে আবার মৃত্যু মিছিল। সাহিত্যিক রমানাথ রায় (১৫ মার্চ) কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় (৯ এপ্রিল), কবি শঙ্খ ঘোষ (২১ এপ্রিল), কল্পবিজ্ঞান লেখক অনীশ দেব (২৮ এপ্রিল), সাংবাদিক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬মে), পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুণা (২১ মে), কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (১০ জুন) আমাদের ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন অজানা জগতে। করোনা মহামারির ছোবলেই যে এদের জীবনরথের গতি ভব্দ হয়েছে তা নয়, তবে উপরিল্লিখিত রথী-মহারথীদের মধ্যে বেশরভাগই মারা গিয়েছেন করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে। এই প্রতিবেদনের শুরুতে তুলে ধরেছিলাম বিভিন্ন প্রথিতযশা মানুষের জীবন ও তাদের আক্রমণে। সেই সময়কার সাহিত্য বা শিল্প চেতনায় ধরা পড়েছিল যে সমস্ত মহামারির চিত্র সেগুলি বর্তমান সময়েও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিগত বছর থেকে এ বছর পর্যন্ত অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের প্রাণ ছিনিয়ে নিল এই প্রাণঘাতী কোভিড। হয়ত কালের নিয়মে একদিন ধরাধাম থেকে বিদায় নেবে এই মহামারি। তখনত্ত উত্তরকালের সাহিত্য ও শিল্পভাবনাতেও কী ধরা পড়বে এই মহামারির প্রতিফলন? মহাকালের হাতে তোলা থাকে এই মহাকালের উত্তরের অপেক্ষায়।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা মেহের কালীবাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি। ছবি ঃ নিজস্ব

ব্রহ্মপুত্রের বুকে যাত্রীবাহী জাহাজ-ফেরি সংঘর্ষ, জল থেকে ১২০-এর মধ্যে ১৫ জনকে উদ্ধার এনডিআরএফের

মাজুলি (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মাজুলি দ্বীপে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে যাত্রীবাহী জাহাজ ও ফেরির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, জাহাজ ও ফেরিতে যাত্রী ছিলেন শিশু, মহিলা সহ ১২০ জন। ছিল ২০ থেকে ৩০টি মোটর বাইক ও স্কুটার। সংঘর্ষের ফলে জলে টইটম্বুর ব্রহ্মপুত্রে পড়ে গেছেন যাত্রীরা। তাঁদের মধ্যে এই খবর লেখা পর্যন্ত মাত্র ১৫ জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা।

ঘটনা আজ বুধবার বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ মাজুলি তীরবর্তী কমলাবাড়ি -নিমাতিঘাটের ব্রহ্মপুত্রে সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, কমলাবাড়ি ঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে নিমাতিঘাটের দিকে যাচ্ছিল জাহাজটি। অপরদিকে নিমাতিঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে আসছিল 'মা কমলা' নামের ফেরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাজুলির প্রায় তীরে এসে জাহাজ ও ফেরির মুখামুখি সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। সংঘর্ষে ফেরিটি সম্পূর্ণ এবং জাহাজটি আংশিক ডুবে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। উদ্ধার অভিযান চলছে।

এদিকে আজ বিকেলে নিমাতিঘাটে সংঘটিত ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর সহায়তায় উদ্ধার অভিযান ক্ষিপ্রতর করতে যোরহাট এবং মাজুলি জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া ঘটনার সরেজমিন খোঁজ নিতে মন্ত্রী বিমল বরাকে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যেতে এবং প্রধানসচিব সমীরকুমার সিনহাকে পরিস্থিতির ওপর সর্বক্ষণ নিরীক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নিজেও আগামীকাল নিমাতিঘাটে যাবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

প্রয়াত বিশিষ্ট পুরোহিত, বিজেপির একনিষ্ঠ কার্যকর্তা করিমগঞ্জের জগদীশ ভট্টাচার্য

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট পুরোহিত তথা বিজেপির একনিষ্ঠ কার্যকর্তা জগদীশ ভট্টাচার্য (নাণ্টু) আর নেই। বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ইহলোকের মায়া ছেড়ে না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০। রেখে গিয়েছেন স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ।

জগদীশ ভট্টাচার্য সোমবার বিকেলে শিলচর থেকে চিকিৎসা নিয়ে মাইজগ্রামে অবস্থিত নিজের বাড়িতে ফিরেছিলেন। বরাক উপত্যোকা ছাড়াও শিলং ও গুয়াহাটিতে ব্যাপক পরিচিতি ছিল জগদীশ ভট্টাচার্যের। প্রায়ই তিনি বরাকের বাইরে বিভিন্ন স্থানে পুজা পার্বণে যেতেন। পুরোহিত হিসেবে অনেক সুনাম ছিল তাঁর। সদা হাস্য জগদীশ ভট্টাচার্যের সকলের সাথে ছিল সুসম্পর্ক।

প্রয়াত জগদীশ ভট্টাচার্য উত্তর করিমগঞ্জ মণ্ডল বিজেপির উপ-সভাপতির পদ অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে পালন করেছেন। মাইজগ্রাম-সুতারকান্দি জেলা পরিষদ আসনেও তিনি বিজেপি প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। মাইজগ্রামের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি সর্বদাই সরব থাকতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই মাইজগ্রামে ছুটে যান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। প্রয়াতের শরীরে দলীয় পতাকা জড়িয়ে দিয়ে শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা বিজেপি সভাপতি। সহযোগিতা করেন বল্লভ ভট্টাচার্য, প্রণবানন্দ চক্রবর্তী, কাজল চক্রবর্তী প্রমুখ। বিশিষ্ট পুরোহিতের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বাড়িতে গুনমুগ্ধ মানুষের ভিড় লেগে যায়। তাঁর কর্মজীবনকে স্মরণ করে শোক ব্যেক্ত করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রাক্তন বিধায়ক তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, উত্তর করিমগঞ্জ মণ্ডল বিজেপি সভাপতি পাপলু দেব, বিজেপি নেতা সঞ্জীব বণিক, বিশিষ্ট পণ্ডিত তপোময় ভট্টাচার্য, ধ্রুব চক্রবর্তী, কমলেন্দু চক্রবর্তী, প্রাক্তন জিপি সভানেত্রী কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সাংবাদিক অরূপ রতন, বিধান ভট্টাচার্য ডা. মানস দাস প্রমুখ।

নিজের বাড়িতে এদিন রাতেই প্রয়াতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এক শোক বার্তায় মিশন রঞ্জন দাস জানিয়েছেন, দল একজন দক্ষ ও একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল। তিনি পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও শোক প্রকাশ করে বলেন, প্রয়াত জগদীশ ভট্টাচার্য বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যেক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যু পুরোহিত সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

বস্ত্রশিল্পে বিশেষ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বস্ত্রশিল্পে বিশেষ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার তিনি একগুচ্ছ টুইটে লিখেছেন, ''আমাদের বস্ত্রশিল্প অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রকে আরও উৎসাহ দিতে এবং একটি আত্মনির্ভর ভারত তৈরির প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে মন্ত্রিসভা আজ বস্ত্রের জন্য একটি পিএলআই প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

'হ্যাশট্যাগ পিএলআই ফর টেক্সটাইল' নাম দিয়ে প্রধানমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, বস্ত্রশিল্পগুলিতে পিএলআই প্রকল্পের মাধ্যমে, ভারত বিশ্বব্যাপী বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হতে চায়। উৎপাদনভিত্তিক আয় (পিএলআই) প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়নকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। আকাঙ্খিত জেলাগুলির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে। বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলির জন্য প্রণোদনা প্রকল্প সংযুক্ত এনডিয়া গ্লোবাল টেক্সটাইল ট্রেডে তার আধিপত্য ফিরে পেতে প্রস্তুত। এই প্রকল্প ভারতীয় সংস্থাগুলিকে বিশ্বজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে এই প্রকল্প ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বিজ্ঞাপিত পণ্য তৈরির জন্য ৫ বছরে ১০,৬৮৩ কোটি টাকা মূল্যের প্রণোদনা ১৯,০০০ কোটি টাকার বেশি নতুন বিনিয়োগ অর্থনীতির উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। অতিরিক্ত ব্যবসা হবে ৩ লাখ কোটি টাকার উপরে। সরাসরি ৭.৫ লাখের বেশি এবং সহায়ক কার্যক্রমের জন্য আরও কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। উচ্চাভিলাষী জেলা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের শহরে বিনিয়োগের জন্য বৃহত্তর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বস্ত্রশিল্পে নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণের আরেকটি পদক্ষেপ আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ। ভারতীয় সংস্থাগুলিকে তুলে ধরতে সাহায্য করবে। বিশ্বজয়ী হিসেবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উৎপাদন হিসাবে প্রেরণা ভারতে নিবন্ধিত সংস্থাগুলি যোগ্য হবে।'' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসোতে তিনটি চোরাই কাঠ বোঝাই লরিতে ফের অগ্নিসংযোগ দুষ্কৃতীদের

হাফলং (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় আবারও তিনটি লরি জ্বালিয়ে দিল সন্দেহভাজন দুষ্কৃতকারীর দল। গতকাল মঙ্গলবার রাতে হাফলং থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরবর্তী ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত উমরাংসোর অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী লুবাং রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে নামসা গ্রামের গভীর জঙ্গলে চোরাই কাঠ বোঝাই তিনটি লরি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, উমরাংসো থেকে মেঘালয়ে চোরাই কাঠ নিয়ে যাওয়ার পথে লুবাং ফরেস্ট রিজার্ভে কর্তব্যরত বন বিভাগের কর্মীরা কাঠ বোঝাই তিনটি লরিকে দাঁড়াতে বলেন। কিন্তু লরি তিনটি সেখান থেকে পালিয়ে লুবাং ফরেস্ট রিজার্ভ থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরবর্তী গ্রামে গভীর জঙ্গলের ভিতরে কপিলি নদীর কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে পালিয়ে গা ঢাকা দেয় তিনটি লরির চালক ও খালাসিরা। বন বিভাগের কর্মীরা পালিয়ে যাওয়া তাদের পিছু ধাওয়া করে লরি তিনটির চাকার হাওয়া ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন, যাতে লরিগুলি মেঘালয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।

কিন্তু বন বিভাগের কর্মীরা তিনটি লরির চাকার হাওয়া ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরই চোরাই কাঠ বোঝাই তিনটি লরিতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতকারীরা অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত যেখানে তিনটি লরি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে পৌঁছতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, জায়গাটি প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ার দরুন তাদের যেতে বিলম্ব হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ আগস্ট রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দিয়ুংমুখ থানার অন্তর্গত রেঞ্জারবিল অঞ্চলে ডালমিয়া সিমেন্টের চারটি ক্লিংকার বোঝাই এবং একটি কয়লা বোঝাই লরিতে সন্দেহভাজন জঙ্গি সংগঠন অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে পাঁচ নিরীহ চালককে মেরেছিল। তাছাড়া সন্দেহভাজন জঙ্গিরা পাঁচটি লরিকে অগ্নিসংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেই রাতে। এর পর গতকাল মঙ্গলবার রাতে ফের এভাবে দুষ্কৃতকারীরা উমরাংসোর অদূরে অসম-মেঘালয় সীমান্তে তিনটি লরিতে অগ্নি সংযোগ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হতে পারবেন মহিলারাও, সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারতীয় সেনায় লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে গত বছরই এক ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদলত সাফ জানিয়েছিল, মহিলাদের স্থায়ী কমিশন দিতে হবে। এবার ফের সুপ্রিম কোর্টেই আরও এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা জানাল কেন্দ্র।

সেনাবাহিনীতে স্থায়ী কমিশন দিতে এবার মেয়েদেরও ভর্তি করা যাবে ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে। বুধবারই সুপ্রিম কোর্টে তা জানিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে খুশি শীর্ষ আদালতও। বুধবার শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি জানিয়েছেন, ''একটা দুর্দান্ত সুসংবাদ দিতে চাই। কেন্দ্র এবং তিন সেনার প্রধানরা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মেয়েরা ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এবং নাভাল অ্যাকাডেমির মাধ্যমে সেনায় স্থায়ী কমিশন পাবে।'' এরপরই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এস কে কৌল জানান, ''লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে সেনাবাহিনীকে আরও কাজ করতে হবে। আমরা খুশি যে সার্ভিস প্রধানেরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর আপনারা তাঁদের বোঝাতে পেরেছেন।''

মেয়েদের ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমির মাধ্যমে স্থায়ী কমিশন দিতে রাজি হলেও এই সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরির জন্য কিছুটা সময় চেয়ে নিয়েছে কেন্দ্র। এই সংক্রান্ত গাইডলাইন তৈরিতে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে কতটা সময় লাগবে, তা জানানোর জন্য কেন্দ্রকে ১০ দিন সময় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা আদালতে জানাতে হবে।

তালিবান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ঘোষণা চিনের

বেজিং, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : তালিবান সরকার গঠনের একদিনের মধ্যেই চিন জানিয়ে দিল আফগানিস্তানের নতুন সরকার ও নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে বেজিং। বুধবার এই তথ্য জানিয়েছেন চিনের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিং। বেজিংয়ে প্রতিদিনের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন ওয়েনবিং। সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, চিন তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেবে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে ওয়েনবিং বলেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হবে।

পাশাপাশি চিনের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, ''আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করে চিন।'' তবে তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ওয়েনবিং। দু''দিন আগেই কাবুলে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এক তালিবান শীর্ষ নেতা। সোমবার চিনের রাষ্ট্রদূত ওয়াং ইউয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন কাতারে তালেবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের উপপ্রধান আবদুল সালাম হানাফি। সেই বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়।

সোমবারের বৈঠকে চিনের রাষ্ট্রদূত ওয়াং আফগানিস্তানে তাঁদের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন বলে জানান তালেবানের মুখপাত্র মহম্মদ নাইম। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিং ওই বৈঠক নিয়ে বলেছেন, আফগানিস্তান ইস্যুতে চিনের অবস্থান সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্পষ্ট।

অভিষেককে বুধবারই হাজিরার নির্দেশ ইডির, এড়ালেন তৃণমূল সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : তৃণমূল সাংসদ তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দ্বিতীয় নোটিশ দিল এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডি। সূত্রের খবর, আজ অর্থাত বুধবারই দিল্লির ইডি দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে অভিষেককে। সূত্রের খবর, এত কম সময়ের ব্যবধানে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয় বলেই পাল্টা চিঠি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, সোমবার দিল্লির দফতরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। তখনই জানা গিয়েছিল তাঁকে ফের ডাকা হতে পারে। সোমবার রাত ৯টা নাগাদ দিল্লিতে ইডি-র দফতরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রায় ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তদন্তকারীরা। মূলত কয়লা পাচারকাণ্ডের তদন্তেই এই জিজ্ঞাসাবাদ বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু ওই জেরার ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে ফের দ্বিতীয় নোটিশ পাঠানো হল ইডি-র তরফে। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সোমবার ইডি দফতর থেকে বের হয়ে অভিষেক নিজেই দাবি করেছিলেন ইডি বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে, তদন্তকারীদের কোনও দোষ নেই। মঙ্গলবার নোটিশ পাঠিয়ে বুধবারই হাজিরা দেওয়ার নির্দেশে সেই তত্ত্বই উঠে আসছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশে। যদিও তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে কলকাতা থেকে দিল্লি গিয়ে হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয় বলে ইডি-কে পাল্টা চিঠি পাঠিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুনিয়াদপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত বিজেপি নেতা

বুনিয়াদপুর, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত বিজেপি শহর মণ্ডলের সহ সভাপতি নীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৭০)। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বুনিয়াদপুর কলেজ মোড়ের নিকট বুনিয়াদপুর রায়গঞ্জ রাজ্য সড়কে। বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর খবর চাউড় হতেই হাসপাতাল চত্বরে ভিড় জমে প্রচুর বিজেপি সমর্থকের। শোকের ছায়া নেমে আসে সমস্ত এলাকাজুড়ে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নীরেনবাবু বুনিয়াদপুর থেকে স্কুটি চালিয়ে জমি পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন। যাওয়ার পথে পেছন থেকে একটি পিকআপ ভ্যান ধাক্কা মারে। তৎক্ষণাৎ স্কুটি সহ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পুলিশ ও এলাকাবাসী তাঁকে রসিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বংশীহারি থানার পুলিশ দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাটে পাঠিয়েছে। বিজেপি শহর মণ্ডলের সভাপতি সুপ্রিয় দত্ত বলেন, 'আমরা এক সদাহাস্যময় একনিষ্ঠ কর্মীকে হারালাম। শেষকৃত্যের আগে পার্টি অফিসে আমরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাব।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করিমগঞ্জে ক্ষুধার্ত শিশুদের হাতে আহার প্রদান লায়ন্সের

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের পক্ষ থেকে আজ দেড়শো ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে আহার তুলে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের করোনা কাল থেকে লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইন পরিস্থিতির শিকার অসহায় লোকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ সহ প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও পৌঁছে দিয়েছিল।

লায়ন্স ক্লাব অব করিমগঞ্জ ফ্রন্টলাইনের সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে ক্লাবের অন্যান্য সদস্যগণ মানব সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ বুধবার সকালে শহরের ব্রজেন্দ্র রোডে অবস্থিত পুরসভার আবাসিক ভবনের দেড়শো ক্ষুধার্ত শিশুর মধ্যে খাবারের প্যাকেট, জলের বোতল ও কেক বিতরণ করা হয়েছে ক্লাবের পক্ষ থেকে। খাবারের প্যাকেট বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, উপ-সভাপতি অমিত দেবরায়, ক্লাব সচিব অসীম নাথ, কোষাধ্যক্ষ পার্থ নাথ, গৌতম দে, রূপক ঘোষ, পূর্ণিমা নাথ, অনির্বাণ নাথ, অনিকেত নাথ, ভারত রাউত।

মাদক মামলায় ইডির জেরার মুখে পড়লেন দক্ষিণী অভিনেতা রানা দজ্জুবতী

হায়দরাবাদ, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাদক মামলায় ইডির জেরার মুখে পড়লেন দক্ষিণী অভিনেতা রানা দজ্জুবতী। রকুলপ্রীত সিং, পুরী জগন্নাথের পর এবার বুধবার ইডির হায়দরাবাদের অফিসে হাজিরা দিলেন অভিনেতা। এদিন তাঁর হাজিরা দিতে যাওয়ার ছবি উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমে।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে একটি মাদক মামলায় নাম উঠে এসেছিল এই অভিনেতা অভিনেত্রীদের। এরপরই জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। এদিন সেই মামলার জন্যই পুনরায় তাঁকে তলব করা হয়। একা রানা নন, তার সাথে আরও ১০ অভিনেতা-পরিচালক ইডি দফতর থেকে ডাক পেয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, এর আগে, ৩১ আগস্ট কেন্দ্রীয় সংস্থায় হাজিরা দিয়েছেন জনপ্রিয় পরিচালক পুরী জগন্নাথ, অভিনেতা চার্মি কৌর, রাকুল প্রীত সিং, নন্দু সহ অনেকেই। জানা যায়, এই চক্রের গ্রাহক ছিলেন শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী, তেলেগু সিনেমা জগতের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাইবারাবাদের আইটি ফার্মের কর্মীসহ প্রায় হাজার জন। মাদক চক্রের হদিশ পাওয়ার পরেই তেলেঙ্গানার আবগারি বিভাগের একটি বিশেষ তদন্ত দল তেলেগু সিনেমার সাথে জড়িত ১১ জন অভিনেতা, পরিচালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তদন্তকারী অফিসারেরা এক অভিনেতার চুল এবং নখের নমুনাও সংগ্রহ করেছিলেন। যদিও রানা দজ্জুবতী তখনকার মতো রেহাই পেয়েছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বেহালা মা ছেলে খুনে নয়া তথ্য

কলকাতা,৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): যত সময় এগোচ্ছে ততোই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে বেহালা মা ছেলে খুনে। গতকালই বেহলার এক আবাসন থেকে উদ্ধার হয় মা ও ছেলের মৃত দেহ। বেহালা মা ছেলে খুনে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসতেই প্রকাশ্যে নয়া তথ্য।

পুলিশ সূত্রে খবর,বেহলার জোড়া খুন কাণ্ডে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে খুন করা হয় সুস্মিতা মণ্ডল ও তাঁর ১৩ বছরের ছেলে তমোজিতকে। অভিযোগ সুস্মিতার দেহে প্রায় ২০টি আঘাতের চিহ্ন সহ কিশোরের দেহেও মিলেছে আঘাতের চিহ্ন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু হয়েছে মা-ছেলের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার স্বামীর আংটিতে রক্তের দাগ মিলেছে। যদিও অপরদিকে বেহালায় জোড়া খুনে মৃত সুস্মিতা মণ্ডলের বাবা তাঁর জামাই প্রসঙ্গে বলেন, ""কী আছে না আছে, জানি না। জামাই যদি দোষী হত, পুলিশ ওকে গ্রেফতার করত"".

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোশিয়েশনের কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

করোনাকালে আপনার ফুসফুস কতটা শক্তিশালী জানতে বাড়িতেই করুন ছোট্ট পরীক্ষা

করোনা সংক্রমিত হওয়ার ৫ থেকে ৬ দিন পর ফুসফুস সংক্রমণের লক্ষণগুলো দেখা যায়। করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় তরঙ্গে ফুসফুস ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত হয়ে অনেকেই মারা যাচ্ছে। মারণ এই ভাইরাসের কারণে ফুসফুস আগে সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে রোগীদের শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন যে, করোনার নতুন মিউট্যান্টটি বেশ বিপজ্জনক, এর সংক্রমণ প্রথমে গলায় হয়। এমন পরিস্থিতিতে যদি আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকে তবে ভাইরাসটি সরাসরি গলা থেকে ফুসফুসে পৌঁছায়। করোনা সংক্রমিত হওয়ার ৫ থেকে ৬ দিন পর ফুসফুস সংক্রমণের লক্ষণগুলো দেখা যায়। এমন পরিস্থিতিতে ফুসফুস কতটা স্বাস্থ্যকর এবং শক্তিশালী তা সকলের পক্ষে জানা জরুরি। সাধারণত ফুসফুসের অবস্থা জানতে এক্স-রে করা উচিত। তবে আমরা এমন একটি পরীক্ষার কথা বলব যা বাড়িতে বসেই খুব সহজে করতে পারবেন। এবং নিমিষে জানতে পারবেন আপনার ফুসফুস কতটা শক্তিশালী।

রক্ত চলাচল বাড়বে এই খাবারগুলি খেলে

রক্তে মাংস দিয়ে তৈরি আমাদের শরীর। সাধারণতঃ রক্ত আমাদের শরীরের কোষগুলিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায় আর বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থগুলি শরীর থেকে বের করে দেয়। তরল এবং কঠিন দুই উপাদান মিলেই রক্তে তৈরি হয়েছে। রক্তে একটি তরল উপাদান থাকে যার নাম হলো প্লাজমা। অন্যদিকে সলিড উপাদান হিসেবে লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা ও প্লাটিলেট থাকে। নানা কারণেই আমাদের শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় এবং ওই রক্ত আবার তৈরি হওয়ার ক্ষমতাও আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে। তবে কিছু খাবার রয়েছে যা শরীরে রক্ত চলাচলের পরিমাণ বাড়ায় ও স্বাভাবিক রাখে।

১. রসুন : রসুনের নানা প্রকার স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। রসুন বদ হজমের সমস্যা দূর করার পাশাপাশি ব্লাড প্রেসার কমায়, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায়, হার্টের নানা রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

তবে এগুলি বাদেও রসুনের একটি আশ্চর্য গুণ রয়েছে যা হলো এটি রক্ত চলাচল বাড়ায়।

২. বিটরুট : এই সব্জিটি অ্যান্টি অক্সিডেন্টের অন্যতম প্রধান উৎস। কাঁচা বিটরুট খেতে পারলে তা আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখে, রক্তকে বিশুদ্ধ করে এবং লিভার সুস্থ রাখে।

আয়রন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টের সমন্বয় রক্ত চলাচল থাকে স্বাভাবিক এবং রক্ত বিশুদ্ধ করে তোলে।

৩. বেদানা : এটি একটি রসালো, মিষ্টি ফল। এই ফলটি পলিফেনল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং নাইট্রেটে সমৃদ্ধ যা দেহে রক্ত প্রবাহের জন্য রক্তনালীর পথকে অনেকটা প্রসারিত করতে পারে।

এটিকে জুস বানিয়ে বা স্যালাড হিসেবেও বেদানার দানা খেতে পারেন।

৪. দারুচিনি : দারুচিনির রয়েছে বিপুল উপকারিতা। এই কথা অনেক গবেষণায় বারবার উঠে এসেছে।

দারুচিনি আমাদের রক্তনালীকে প্রসারিত করে দিয়ে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়। সেই সাথে দারুচিনি রক্ত চলাচলে কোন প্রকার বাধা দেয় না।

৫. বেরি : অনেক ধরণের বেরি হয়। স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, রাসবেরি, মালবেরি সবই শরীরের জন্য ভালো ও এগুলি খেতে পারেন আপনি। বেরি রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পারে। আবার সেই সঙ্গে হার্ট সুস্থ রাখে।

প্রতিদিনের খাবার থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পন্থা

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করাও দরকার। ভারতের কিউইউএ নিউট্রিশন'য়ের প্রতিষ্ঠাতা রায়ান ফার্নান্দো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকা এবং সুস্বাস্থ্য অর্জনের চাবিকাঠি হল শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। আর সেই ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ হলো অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টিহীনতা।"

তাই প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সহায়ক কিছু খাবারের নাম এখানে দেওয়া হল।

আমলকী: কয়েক শতাব্দী জুড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর একটি কার্যকর উপাদান হিসেবে বিশেষ স্থান দখল করে আছে আমলকী। এতে আছে ভিটামিন সি'য়ের প্রাচুর্য, যা শরীরে শ্বেত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে। এই শ্বেত রক্তকণিকা অসংখ্য জীবাণুর সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। পাশাপাশি আমলকী যোগায় শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

কমলা: এতেও আছে ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জোর বাড়ায়। কোষকে সংক্রামক ভাইরাস ও অন্যান্য জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি 'ইমিউন সেল' তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে ভিটামিন সি।

পেয়ারা: ভিটামিন সি তো আছেই, পাশাপাশি সর্বোচ্চ পুষ্টিকর ফলের তালিকায় প্রথমসারির সদস্য পেয়ারা। কমলাতে যে পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে তার থেকে চার গুন বেশি থাকে পেয়ারায়।

শরীরে যে মুক্ত মৌল বা 'ফ্রি র‍্যাডিকাল' তৈরি হয় তাকে নিষ্ক্রিয় করতে কার্যকর কয়েকটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হল 'কুয়েরসেটিন', 'লাইকোপেন', ভিটামিন সি এবং অন্যান্য 'পলিফোন্স'। এদের মধ্যে কয়েকটি উপাদান মেলে পেয়ারাতে।

আদা: এতে থাকে 'জিনজেরল' নামক উপাদান যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তি যোগায়। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে শক্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই উপাদান।

রসুন: ভাইরাস, ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া নাশক গুণ থাকে রসুনে। আর এর সব কৃতিত্বের মূলে আছে 'অ্যালিসিন' নামক উপাদান। এটাও রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা বাড়ানোর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

হলুদ: 'কারকিউমিন' হল হলুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর অস্ত্র। 'কারকিউমিন' প্রদাহনাশক গুণসম্পন্ন। ভাইরাসের আক্রমণে শরীরে যে ক্ষতি হয় তা আসলে বিভিন্ন প্রদাহ সৃষ্টিকারী 'মলিকিউল'য়ের কারণে হয়। আর সেই 'মলিকিউল' ধ্বংস করাই হলো 'কারকিউমিন'য়ের কাজ। এছাড়াও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির গতিও কমায় এই উপাদান।

তুলসি: ঔষধি গাছ হিসেবে তুলসি বেশ সুপরিচিত। ভিটামিন সি ও দস্তা প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফলে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক ধ্বংস করতে তুলসি একটি শক্তিশালী অনুসঙ্গ। খালি পেটে দুই থেকে তিনটি সতেজ তুলসি পাতা খেতে পারলে প্রচুর উপকার পাওয়া যায়।

গোলমরিচ: ব্যাক্টেরিয়া ধ্বংস করা এবং 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' উপাদান সমৃদ্ধ এই গোলমরিচ। আরও রয়েছে ভিটামিন সি। ফলে প্রাকৃতিকভাবে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক।

শরীরচর্চাই নেশাহতে পারে খাবারে অনিয়ম

এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ তাদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে এই শিরোনামটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো যে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। এখন সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চা একে অপরের যেন পরিপূরক হয়ে উঠেছে। তবে এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ তাদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে। শরীরচর্চা অতিরিক্ত পরিমাণে করে ফেললে তার ফলে খাবারে অনিয়ম সৃষ্টি হয়, এমনটাই দেখেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে যারা অধিক পরিমাণে শরীর চর্চা করেন তারা শুধুমাত্র সারাদিন সেটার পেছনে ব্যয় করেন এবং সেটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এর ফলে তার সার্বিক মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। পাশাপাশি তার সামাজিক জীবনে প্রভাব পড়ে এর।

আরো পোস্ট- রক্ত চলাচল বাড়বে এই খাবারগুলি খেলে

বিশেষ পরীক্ষায় দেখা হয়েছে যে যারা খাবার নিয়ে অনিয়মের সমস্যায় ভোগেন তাদের মধ্যে কোন কিছুর প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ জন্মায় যেমন শরীরচর্চা। তবে আমরা এও জানি যে যদি আমরা শারীরিকভাবে কোন সমস্যায় ভুগি তখন ডাক্তারেরা নিজেরাও পরামর্শ দেন আমাদের শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্যে। তার জন্য শরীর চর্চা বা যোগা বা অন্য যেকোনো ধরনের চর্চা করা যেতে পারে। তবে এর মধ্যেও একটি সমস্যা রয়েছে যেটা খুঁজে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ২১৪০ জন মানুষের উপরে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল যাঁদের গড় বয়স ২৫ বছর।

দেখা গেছে যাদের মধ্যে খাবারের অনিয়ম নিয়ে সমস্যা রয়েছে তারা ৩.৭ গুণ বেশি শরীরচর্চার প্রতি আকৃষ্ট যাদের মধ্যে খাবার সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম সমস্যা নেই তাদের থেকে।

তবে জীবনের মান উন্নত করতে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি শরীর চর্চা করেন তাহলে সেটা কখনো ভুল নয়। তবে সেই শরীরচর্চা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

কারণ এই শরীরচর্চা করতে গিয়ে অনেকেই ক্র্যাশ ডায়েটের পক্ষপাতিত্ব করেন যার ফলে তারা বিশেষ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গুলো ডায়েট থেকে বাদ দেন এবং এর থেকে খাবার সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যার শুরু হয়।

শিশুদের প্লাস্টিকের বোতলে দুধ খাওয়ানো বাতিল করা উচিত

শিশুদের প্লাস্টিকের বোতলে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করুন। আমেরিকা বন্ধ করেছে। কানাডা করেছে। অস্ট্রেলিয়া এবং ব্রিটেনেও নির্ষিদ্ধ হওয়ার পথে। কারণ, প্লাস্টিকের বোতলে বিষ-রাসায়নিক বিপিএ তথা বিসফোনল-এ থাকে। যার প্রভাবে ক্যান্সার হতে পারে, হার্টের রোগভোগ হতে পারে। লিভারের ক্ষতি হয়। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ডেনামার্ত হচ্ছে প্রথম দেশ, খাবারই হোক আর পানীয়ের আধার , তা বানাতে কোনওভাবেই বিসফোনল-এ ব্যবহার করা যাবে না বলে দিয়েছে। উল্লেখ্য, প্লাস্টিকের বোতলেদুধ, জল, ফলের রস খাওয়া এই শিশুদের একাংশ যখন বড় হয়ে সন্তানবতী হবে, সে সময় গর্ভস্থ সন্তান ত্রুটি যুক্ত হতে পারে। বিপিএ রাসায়নিকের প্রভাবে মানুষ মুটিয়ে যায়, প্রতিরোধী শক্তি টাল খায়, ডায়াবেটিস, হাইপার অ্যাকর্টিভিটি (অতি উত্তেজনা প্রবণ হয়ে পড়া) হয়। যৌন হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। তাই শুধু প্লাস্টিকের বোতল নয়, পিভিসি পাইপ নন- স্টিক প্যানে বিপিএ সহ এমন সব রাসায়নিক ব্যবাহার করা হয়, যেসব রাসায়নিকের প্রভাব জিন এবং হরমোনের রূপান্তর ঘটে। যার জেরে শিশুরা একটু বড় হতেই মুটিয়ে যেতে থাকে।

জীবনভর সেই মুটিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। প্লাস্টিকের যেসব জল খাওয়া বোকল এবং টিন বা ক্যান চালু রয়েছে বাজারে, সেসবেও বিসফেনল এ সহ নানা ক্ষতিকর রাসায়নিকর আছে। জানিয়েছেন মাসচুয়েসটসের টুফটস ইউনিভার্সিটির গবেষকররা। ওঁদের বক্তব্য, এইসব রাসায়নিকের প্রভাবে তাড়াতাড়ি বয়ঃসন্ধি পর্ব শুরু হয়ে যায়। ভবিষ্যতে গর্ভপাত ঘটায়, স্নায়ু দৌর্বল্য হওয়ায়, প্রজনন ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, যখন গরম দুধ প্লাস্টিকের বোতলে ঢালা হয়, তখন বোতেলের বিসফেনল-এ বেরিয়ে ঢুকে যায় দুধের মধ্যে। বারবার গরম জলে বোতল ফোটানো, ধোয়ার সময়ও এরকম হয়। বিসফেনলে এ কৃত্রিম স্ত্রী হরমোন তৈরি করে শরীরকে বিপাকে ফেলে।

বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞরা সংঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলার পর বুটস এবং মাদার কেয়ার কোম্পানি ইতিমধ্যে বিবৃতি দিয়েছে, 'আমরা বিসফেলন-এ ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। বদলে পরিপ্রোপাইলিন ব্যবহার করতে শুরু করেছি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। অতএর সর্বত্রই শিশুদের কাচেরবোতলে দুধ খাওয়ানো শুরু করুন। এ ব্যাপারে একমত ইউনিভার্সিটি অব উলস্টার-এর বিষ বর্জ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক (ডা.) ভিভিয়ান হোয়ার্ট, স্টারলিং ইউনিভার্সিটির জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্রোফেসার (ডা.) অ্যানড্রু ওয়াটারসন, ইত্যালির বেস্তিভোগলিও-র রামজ্জিনি ইন্সটিটিউটের সিজার মলতোনি ক্যান্সার রিসার্ট সেন্টারের অধিকর্তা ডা. ভিত্তরেল্লা বেলেপোপ্পী। ইউনিবার্সিটি অব অকল্যান্ডের গবেষণা জানাচ্ছে, মায়ের শরীরে যায় তাহলে শিশুর বিকাশ অকেটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একশ্রেণির বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পৃথিবীজুড়ে নানা বিকৃতি / ত্রুটি নিয় জন্মানো শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বিপিএ-র কারণেই। কারণ, দেখা যাচ্ছে ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষের শরীরেই বিসফেলন-এ ঢুকে গেছে। প্লাস্টিকের বেরি বোতল এবং অন্যান্য পলিকার্বোনেটেড (প্লাস্টিক) বোতল ছাড়াও বিসফেনল-এ ব্যবহার করা হয় সিডি কেস বানাতে, প্লাস্টিক কর্ক এবং স্পোর্টস ইকুপমেন্টস-এ প্লাস্টিকের শ্যাটারপ্রুফে,দাঁতের ফোকর তথা গর্ত ভারত, চশমার লেন্স, পিভিসি পাইপে, ট্যাপে। জল পরিবহণের জন্য যেসব পিভিসি পাইপ ব্যবহার করা হয়, সেই পাইপে ট্রিবুটাইনিল নামে এক ধরনের রাসায়নিকও থাকে। ইঁদুরের উপর প্রভাব পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয়েছে, ইঁদুর এর প্রভাবে মুটিয়ে যায়। ওদিকে আমেরিকার গবেষকরা জানিয়েছেন, পিংজা বক্স এবং নন-স্টিক প্যানে ব্যবহৃত পারফ্লুরো অক্ট্যানোয়িক অ্যাসিডের প্রভাবে নবজাতকরা ছোট আকৃতি নিয়ে জন্মায়। আর বড় হয়েই খুব মোটা হয়ে যায়। অন্যদিকে লন্ডনে অটিজম সম্পর্কিত আন্তর্জতিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, কুকুর,এবং অন্য প্রাণীদের উপর মাছি জাতীয় ডানাহীন কীট তথা পিশুর উৎপাত দমনে যে শ্যাম্পু ব্যবহার করা হয়, সেইসব শ্যাম্পুতে পাইরেথ্রিন থাকে। ১৩ থেকে ২৪ সপ্তাহের গর্ভবতীদের শরীরে কোনওভাবে এই পাইরেথ্রিন ঢুকে গেলে, তাঁদের সন্তানদের অটিজমে ভোগার আশঙ্কা খুব।

করোনাক্রান্ত হয়ে টেনশনে টুকটাক খেয়েই যাচ্ছেন! কীভাবে বন্ধ করবেন

মহিমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো যখন সে হাতে রিপোর্ট পেলো। সে যে মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে সেই খবর তার বাড়ি ছাড়িয়েও প্রতিবেশীদের বাড়ির কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়তেই একেবারে একা হয়ে গেল সে। যেন যেন মুহূর্তে গোটা পৃথিবীতে সে একাই বাস করা এক প্রাণী হয়ে উঠল। এরপরে হাজারো দুঃশ্চিন্তা মাথায় ভর করতে লাগলো তার।

অফিসের পাশাপাশি বাড়ির সব কাজ তাকে একাই করতে হয়। এমন অবস্থায় মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করল মহিমা। মানসিক অবসাদের ফল হিসেবে সে অতিরিক্ত পরিমাণে খেতে শুরু করল। এই অতিরিক্ত খাওয়া অবসাদেরই অন্যতম লক্ষণ। আরো পোস্ট- গরম আর করোনার দাওয়াই "বিটের স্মুদি"

যখনই কোনো চিন্তা মাথায় আসতো সে কিছু না কিছু খেয়ে ফেলত। এমনিতে ফিগার কনশাস হলেও এই কটা দিন যেন তার খিদে আর মিটছে না। আপনারও কি এমনই অবস্থা? চিন্তা নেই, রয়েছে সমাধান।

১. সবার প্রথমে নিজের দুশ্চিন্তার উপরে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। অতিরিক্ত খেয়ে ফেলার যে অসুবিধাগুলো রয়েছে সেগুলি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে খাবার সময়।

কারণ এই চক্রটি শেষ হবার নয়।

২. প্রতিদিন অন্তত কুড়ি মিনিট শারীরিক পরিশ্রম বা শরীরচর্চা করতে হবে। এর ফলে শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং স্ট্রেস হরমোন কম পরিমাণে ক্ষরিত হয়। যার ফলে আপনার মস্তিষ্ক ঠান্ডা থাকে।

৩. অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুম প্রতি রাতে দরকার। তাই ঘুমানোর আগে কোন রকম দুশ্চিন্তা নয়। এমনকি ঘুমানোর এক ঘণ্টা আগে সমস্ত গ্যাজেট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলুন।

৪. ধূমপান বা মদ্যপান একেবারেই না। কারণ এর ফলে আপনার ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হবার পাশাপাশি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

যে কারণে আপনি শারীরিকভাবে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এই সময়।

৫. আপনার ডায়েটে প্রতিদিন সবুজ সবজি এবং তাজা ফল রাখতেই হবে। আপনি সেগুলি স্মুদি বা জ্যুস বানিয়েও বা সেদ্ধ করেও খেতে পারেন।

৬. মাঝরাতে কোন কারণে ঘুম ভেঙে গেলে কোন রকম খাবারের প্রতি ঝুঁকবেন না। শুধু জল পান করুন এবং চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন।

ভ্যাকসিন নেওয়ার পর এই লক্ষণ থাকলেই চিন্তার বিষয়!

সাধারণত ভ্যাকসিন নেওয়ার কুড়ি দিনের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে থ্রম্বোসিস নামক একটি রোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ এর প্রভাবে দেশজুড়ে যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যেই ভ্যাকসিনের প্রবেশ সেই মানসিক দুশ্চিন্তা অনেকটাই কমিয়ে ফেলতে পেরেছে। তবে এখনো ভ্যাকসিনের ডোজ নিয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। এর মধ্যেই আবার বেশ কিছু জায়গায় ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও কিছু পার্শ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা জনগণের চিন্তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণত ভ্যাকসিন নেওয়ার কুড়ি দিনের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে থ্রম্বোসিস নামক একটি রোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এমন কোন গভীর লক্ষণ চোখে পরলে সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট ভ্যাকসিন সেন্টারে গিয়ে সেই তথ্য জানানোর আবেদন করা হয়েছে। সে নির্দেশনামায় মানুষকে জানানো হয়েছে যে যে কোন ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে (বিশেষতঃ কোভিশিল্ড যদি মাথাব্যথা, বুকে ব্যথা, শরীর ফুলে যাওয়া, বমি না হলেও পেটে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট-এর মত নানা সমস্যা দেখা দেয় তবে এরপর ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময়ের পর মেটাবলিজম নিয়ে সমস্যা হয় ও হজম, অম্বল, গ্যাসের মতো শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। তাই এভাবে ক্রাশ ডায়েট ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ হলো আমাদের শরীরে ডায়েটকে গ্রহণ করা হয় একরকম অনাহারের ভাবনা থেকে। যতটা আপনার শরীরের শক্তি দরকার তার থেকে কম পরিমাণে খেলে মেটাবলিজম হার কমতে থাকে। এর ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই আমাদের ক্ষুধা এবং মনের তৃপ্তি মেটাতে যে হরমোন গুলো ক্ষরিত হয় সেগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার ফলে দীর্ঘ সময় পড়ে এর থেকে হতে পারে অপুষ্টি। তাই জীবনধারার মান সুস্থ রাখুন সুস্থ অভ্যেসের মাধ্যমে। দ্রুত গিয়ে রিপোর্ট করা উচিত।

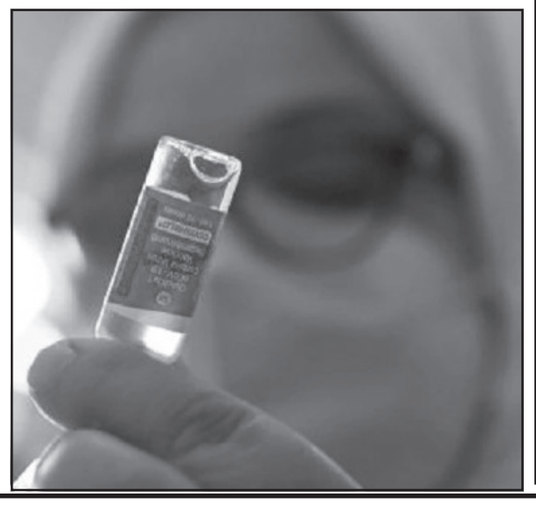

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নবনিযুক্ত মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

অসমে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিদিবসীয় ‘জনজাতি নেতৃবর্গ সম্মেলন’ ‘ভয়েস অব নর্থ-ইস্ট’

গুয়াহাটি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে অসমে শুরু হচ্ছে ত্রিদিবসীয় ‘জনজাতি নেতৃবর্গ সম্মেলন’ ‘ভয়েস অব নর্থ-ইস্ট’। চলবে ১২ তারিখ পর্যন্ত।

‘জনজাতি নেতৃবর্গ সম্মেলন’-এর উদ্যোক্তা ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। সম্মেলনের তথ্য দিয়ে মঞ্চের চেয়ারম্যান জলেশ্বর ব্রহ্ম জানান, গুয়াহাটির পার্শবর্তী সোনাপুরের তেপেসিয়ায় লক্ষ্মীবাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন নর্থ-ইস্ট (স্টেডিয়াম)-এ আগামী ১০ তারিখ শুক্রবার বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠেয় জনজাতি নেতৃবর্গের সম্মেলনটি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রধান অতিথি ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। থাকবেন দুই আমন্ত্রিত দুই সম্মানিত অতিথি রাষ্ট্রীয় তফশিলি জনজাতি কমিশনের চেয়ারপার্সন হর্ষ চৌহান এবং অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সভাপতি রামচন্দ্র খাড়াডি প্রমুখ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শেষের দিন প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন কেন্দ্রীয় জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী অর্জন মুণ্ডা। সম্মেলনের উদ্দেশ্য জানাতে গিয়ে জলেশ্বর ব্রহ্ম বলেন, আমাদের চিরন্তন বিশ্বাস, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রহরী আমরা সবাই। সকল জনগোষ্ঠী এবং তাঁদের নিজস্ব সংগঠনের জন্য গর্ববোধ করি আমরা। বিশেষ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসী-বিশ্বাস, সংস্কৃতির সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে সমাজে কাজ করছে জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ। বলেন, জনজাতিদের মধ্যে বহু প্রতিভা আছে, সম্ভাবনা আছে প্রচুর, ভাগ করার মতো সাফল্যের কাহিনিও আছে। তাই তাঁদের সাধারণ সমাজের সঙ্গে একীভূত করার লক্ষ্য মঞ্চের। এজন্য অনেক কাজ করতে হবে, এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে আমাদের। নানা সমস্যার সমাধানে বাধার সম্মুখিন হতেও হচ্ছে। তবু সম্মিলিত ভাবে লক্ষ্য পূরণ করতে হবে আমাদের। জলেশ্বর ব্রহ্ম জানান, জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ কর্তৃক পরিচালিত অতীতের কার্যক্রমগুলি যেমন, জানজতিদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপর কর্মশালা, ভূমি অধিকার কর্মশালা, উত্তরপূর্ব যুব সম্মেলন, প্রথাগত আইনের ওপর কর্মশালা, সাংস্কৃতিক বিনিময়-সফর কর্মসূচি, জনজতি যুব নেতাদের সম্মেলন এবং আরও অনেক। এ-সবের মাধ্যমে আমরা সবাই আমাদের কাজ, আন্দোলনকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে এখন আমরা নিঃসন্দেহে ভালো অবস্থানে আছি। মানুষ অতীতের ভুল অনুধাবন করে শিকড় অনুসন্ধান করছেন। সমাজ জাগ্রত হচ্ছে। মানুষ আমাদের কাছ থেকে আরও আশা করছেন।

তাই এবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনজাতি নেতৃবর্গকে এক মঞ্চে এনে সম্মেলনের আয়োজন করছেন তাঁরা, জানান জলেশ্বর ব্রহ্ম। অনুষ্ঠেয় তিন দিনের সম্মেলনে বিভিন্ন জনজাতীয় পরম্পরা, সামাজিক, প্রথাগত-প্রচলিত আইন, তফশিলি জনজাতিদের রূপান্তরিত আইনি অবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়ে আলোচনা হবে। সম্মেলনে প্রত্যেক জনগোষ্ঠী এবং অ্যাপেক্স বডি থেকে এক মহিলা সহ অন্তত পাঁচ জন নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি থাকবেন। ১০ তারিখ সকাল থেকে প্রতিনিধিরা এসে জড়ো হবেন। তাঁদের সকলের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও সম্মেলনস্থলেই করা হয়েছে, জানান জনজাতি ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চের চেয়ারম্যান জলেশ্বর ব্রহ্ম।

উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা বেবি রানি মৌর্যর, ব্যক্তিগত কারণেই পদত্যাগ

দেহরাদূন ও নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বেবি রানি মৌর্য। উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল হিসেবে বাকি দু”বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই ইস্তফা দিয়েছেন বেবি রানি মৌর্য। রাজ্যপালের সচিব বি কে সন্ত জানিয়েছেন, উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন বেবি রানি মৌর্য। আচমকা কেন এই সিদ্ধান্ত, তা জানা যায়নি। সূত্রের খবর, ব্যক্তিগত কারণেই ইস্তফা দিয়েছেন বেবি রানি মৌর্য।

২০১৮ সালের ২৬ আগস্ট উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেন বেবি রানি মৌর্য। কৃষ্ণ কান্ত পলের ৫ বছরের মেয়াদ শেষ হলে শপথ নেন বেবি রানি মৌর্য। গত মাসেই উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল হিসেবে ৩ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছিলেন বেবি রানি মৌর্য।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়নি কারও, দিল্লিতে চিকিৎসাধীন করোনা-আক্রান্ত ৪১৪ জন রোগী

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, কমেছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়নি কারও, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪১ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ০৮২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৮৩ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ৫৮৫ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৩ জন। বুধবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪১৪ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট এই মুহূর্তে ০.০৫ শতাংশ। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

৯ সেপ্টেম্বর ত্রয়োদশতম ব্রিকস সম্মেলন, এবার সভাপতিত্বে ভারত

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার, ৯ সেপ্টেম্বর বসছে ত্রয়োদশতম ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) সম্মেলন। এবার ব্রিকস সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব করবে ভারত। ভার্চুয়ালি আয়োজিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবারের ব্রিকস সম্মেলনের থিম হল-”ব্রিকস ৭১৫ : ধারাবাহিকতা, একত্রীকরণ ও ঐক্যমত্যের জন্য ইন্ট্রা-ব্রিকস কোঅপারেশন”।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নেবেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট সি জিনপিং ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সাইরিল রামফোসা। ২০১২ ও ২০১৬ সালের পর এই নিয়ে তৃতীয়বার সম্মেলনের আয়োজন করবে ভারত। কোভিড মহামারীর কারণে ২০২০ সালের ব্রিকস সম্মেলনে ভার্চুয়ালি আয়োজিত হয়েছিল, রাশিয়ার সভাপতিত্বে।

৯ সেপ্টেম্বর স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ ২০২১-র সূচনা, আওতায় আনা হবে ১৭,৪৭৫টি গ্রাম

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): স্বচ্ছ ভারত মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের অধীনে বৃহস্পতিবার সূচনা হতে চলেছে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ ২০২১ অভিযান। এই অভিযানের অধীনে আনা হবে ভারতের ৬৯৮টি জেলার ১৭,৪৭৫টি গ্রাম। বুধবার জল শক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার স্বচ্ছ ভারত মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের অধীনে সূচনা হবে স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ, ২০২১।

সর্বেক্ষণ ২০২১-এর পরিচালনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ এজেন্সি নিযুক্ত করা হয়েছে। সর্বেক্ষণের অংশ হিসেবে, গ্রাম, জেলা ও রাজ্যগুলিকে প্রধান মাপকাঠির সাহায্যে রাঙ্ক দেওয়া হবে। সমীক্ষার জন্য ১৭,৪৭৫টি গ্রামের ৮৭,২৫০ পাবলিক প্লেস, যেমন স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি, জন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাট/বাজার, ধর্মীয় স্থান পরিদর্শন করা হবে।

কাশ্মীরে মিলল ১২০০ বছরের পুরানো দুর্গামূর্তি, পাঠানো হয়েছে মিউজিয়ামে

শ্রীনগর, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলায় মিলল ১২০০ (আনুমানিক) বছরের পুরানো একটি দুর্গামূর্তি। বদগাম জেলার খান সাহিবে, ঝিলাম নদী থেকে মিলেছে দুর্গামূর্তিটি। ভাস্কর্যটি মিউজিয়ামে পাঠানো হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বদগাম জেলার খান সাহিবে একটি ১২০০ বছরের পুরানো দুর্গামূর্তি পেয়েছে বদগাম পুলিশ। এসএসপি বদগাম তাহির সেলিম খান ওই মূর্তিটি মুশতাক আহমেদ বেইগের (জম্মু-কাশ্মীর সরকারের আর্কাইভ, আর্কিওলজি ও মিউজিয়াম দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর) হাতে তুলে দিয়েছেন। গত ১৩ আগস্ট বালি উত্তোলনকারী শ্রমিকরা ঝিলম নদী থেকে দুর্গামূর্তি উদ্ধার করেন। জম্মু-কাশ্মীর সরকারের আর্কাইভ, আর্কিওলজি ও মিউজিয়াম দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর মুশতাক আহমেদ বেইগ জানিয়েছেন, ১২০০ বছরের পুরানো দুর্গামূর্তিটি মিউজিয়ামে পাঠানো হয়েছে।

রবি শস্যের এমএসপি বাড়াল কেন্দ্র, গমে কুইন্টালে বৃদ্ধি ৪০ টাকা

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশে কৃষক আন্দোলন চলছেই, নতুন কৃষি আইনে এমএসপি অর্থাৎ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কতটা কার্যকর থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অন্নদাতাদের মনে। এমতাবস্থায় ২০২২-২৩ বিপণন মরশুমে রবি শস্যের এমএসপি বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গমে কুইন্টাল প্রতি এমএসপি মূল্য বাড়িয়েছে ৪০ টাকা করে। গমের এমএসপি প্রতি কুইন্টালে ৪০ টাকা বাড়িয়ে ২০১৫ টাকা করা হয়েছে। যবের এমএসপি প্রতি কুইন্টালে ৩৫ টাকা বাড়িয়ে ১৬৩৫ করা হয়েছে। ছোলার এমএসপি প্রতি কুইন্টালে ১৩০ টাকা বাড়িয়ে ৫২৩০ টাকা করা হয়েছে। মসুর ডালের এমএসপি প্রতি কুইন্টালে ৪০০ টাকা বাড়িয়ে ৫৫০০ টাকা করা হয়েছে। সরিষার এমএসপি প্রতি কুইন্টালে ৪০০ টাকা বাড়িয়ে ৫০৫০ করা হয়েছে এবং কুসুমের এমএসপি প্রতি কুইন্টালে ১১৪ টাকা বাড়িয়ে ৫,৪৪১ টাকা করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পেট্রোল পাম্প মালিকদের কড়া বার্তা ফিরহাদ হাকিমের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার পাম্প মালিকদের কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সাফ জানিয়ে দিলেন, তেলে জল মেশার সমস্যা মেটাতে আগামী এক মাসের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা এসওপি তৈরি করতে হবে পাম্প মালিকদের।

বৃষ্টি হলে শহরের বিভিন্ন অংশের মতো বেশ কিছু পেট্রোল পাম্পেও জল জমার ঘটনা চোখে পড়ে। ওই সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, তেলের সঙ্গে জল মিশে গিয়েছে। অথচ অবলীলায় সেই তেলই বিক্রি করেন পাম্প মালিকেরা। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হন গ্রাহকেরা। এদিন সেই সমস্যাকে তুলে ধরেন মন্ত্রী। বুধবার রাজ্য পরিবহণ দফতরের তেল কোম্পানি এবং পেট্রোল পাম্প মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই তেল কোম্পানিগুলিকে এসওপি তৈরি করার নির্দেশ দেন তিনি। ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, আগামী এক মাসের মধ্যে এসওপি তৈরি করতে হবে। মূলত পেট্রোল পাম্প গুলিতে যাতে জল না জমে সে কারণেই এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে এ দিনের বৈঠক প্রসঙ্গে পরিবহনমন্ত্রী জানিয়েছেন, পেট্রোল পাম্প গুলিতে জল জমা রুখতে সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত তেল কোম্পানিকে সেই সমীক্ষা করতে হবে। রাজ্যের সব পেট্রোল পাম্পে এই সমীক্ষা চালানো হবে। পাম্পগুলি থেকে চুঁইয়ে তেল নষ্ট হয় কিনা, সমীক্ষা করে দেখা হবে সংস্থার তরফে। এই সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর ইথানল মেশানোর যে নিয়ম রয়েছে তা প্রয়োগ করতে পারবে তেল কোম্পানিগুলি।

শুধু পেট্রোল পাম্প মালিকদেরই নয়, গ্রাহক অর্থাৎ যারা গাড়ি ব্যবহার করেন তাঁদেরকেও সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে এ দিন। শুধু পাম্পের ক্ষেত্রে নয়, গাড়িতে যাতে জল না জমে জমে তার জন্য গাড়ির তেলের ট্যাঙ্কও মাঝেমধ্যে পরিস্কার করতে হয়। সেই ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কথাও এ দিন বলেন পরিবহনমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে এই দিনের বৈঠকে তেল দেওয়ার ক্ষেত্রে ফ্লো মিটার এর ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। তেলের পরিমাণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। জানানো হয়েছে, সচেনতা বাড়ানোর জন্য পোস্টার লাগানো হবে রাজ্যের সব পেট্রোল পাম্পে। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন কারণে গত মাসে ধর্মঘটের ডাক দেয় পেট্রোল পাম্প মালিকেরা। যদিও পরবর্তীতে ফিরহাদ হাকিমের মধ্যস্থতায় মাঝপথে সেই ধর্মঘট থেকে সরে আসেন পাম্প মালিকরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে তরজা তৃণমূল বিজেপি-র, মুকুল রায়ে মন্তব্যের পাল্টা মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিজেপি বাংলায় হিন্দুত্বের বিরোধিতা করছে। সর্বজনীন দুর্গাপুজো বানচাল করতে চাইছে। বুধবার দুপুর থেকে এই মর্মে একের পর এক টুইট করে চলেছেন তৃণমূলের নেতারা।

বুধবার তৃণমূলের তরফে টুইট করে বিজেপি-র নিন্দা করা হয়। দলের তরফে বলা হয়, ‘হিন্দু সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের স্বঘোষিত ধারক-বাহকরা কোনও ভাবেই হিন্দুত্বকে বোঝে না। হিন্দুদের উৎসবকে সম্মান করতেও ভুলে গিয়েছে ওরা। মা দুর্গা এবং বাংলার ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধার বহর প্রকাশ হয়ে গেল!’ ওই টুইটে আরও লেখা হয়, ‘এটা চরম লজ্জার কাজ।’এখানে না থেমে দলের তরফে নেতা-কর্মীদের ‘বিজেপি ইনসাল্ট মা দুর্গা’ হ্যাশট্যাগ দিয়ে গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে। এর পরেই রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, নেতা-সহ কর্মীরাও বিজেপি-কে তাক করে আক্রমণ শুরু করেন।

দুর্গাপুজো পরিচালনা করে এমন ক্লাবকে রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবার। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে গিয়েছে বিজেপি। দলের বক্তব্য, ৩৬ হাজার এমন ক্লাবের মধ্যে কলকাতা পুরসভা এলাকায় রয়েছে প্রায় ২,৫০০। ভবানীপুর আসনে উপনির্বাচনের আগে এতে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ হবে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এরই প্রেক্ষিতে বুধবার রাজ্য বিজেপি-কে লক্ষ্য করে শুরু হয় তৃণমূলের টুইট-প্রচার। জবাবে, রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, “তৃণমূলের কাছ থেকে হিন্দুত্ব শিখতে হবে না বিজেপি-কে। অতীতে করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন ওঁরা।”বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি দিলীপ ঘোষের দুর্গাকে নিয়ে করা একটি মন্তব্যের ভিডিও নিজের টুইটের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। যেখানে দিলীপবাবু দুর্গার পিতৃ পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তৃণমূল নেতা তথা বিজেপি বিধায়ক মুকুল রায়ও টুইট করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘হিন্দুত্বের উপরে এই আঘাত কি মেনে নেওয়া যায়?’

দিলীপবাবু এই প্রসঙ্গে বলেন, “আমাদের জ্ঞান দেওয়ার আগে ওঁরা ভাবুন। এই বাংলায় দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের জন্য আদালতেও যেতে হয়েছে অতীতে।” তাঁর প্রশ্ন, “এখন কি হিন্দুত্বের প্রতি সেই সব অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে তৃণমূল?”তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কোনও টুইট করেননি। হিন্দুস্থান সমাচার/

আইকোর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের সিবিআইয়ের তলব পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআইয়ের কার্যালইয়ে তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। অর্থলগ্নিকারী সংস্থা আইকোরের বিরুদ্ধে বাজার থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা তোলার অভিযোগে তদন্ত করছে সিবিআই। সেই আইকোরের একাধিক অনুষ্ঠানে পার্থবাবুকে থাকতে দেখা গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে আইকোরের কী সম্পর্ক, আইকোর কে নিয়ে তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কেন ভালো ভালো কথা বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আইকোরের কোনও রকম আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কিনা সেই সব বিষয়েই জানতেই সিবিআই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে যখন পার্থবাবুকে দুইবার সিবিআইয়ের তরফে ডেকে পাঠানো হয় তখন তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, ভোটের কাজে ব্যস্ত আছেন বলে তিনি হাজিরা দিতে পারছেন না। তাই ভোট মিটলে তিনি হাজিরা দেবেন। এখন ভোটের কাজ মিটতেই সিবিআই ফের তাঁকে তলব করেছে। ভবানীপুরের উপনির্বাচনের জন্য দলের তরফে একটি ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্থবাবুকে। মে মাসে ভোট মিটে গেলেও কেন বিগত ৪ মাসের মধ্যে সিবিআই পার্থবাবুকে ডাকেনি সে নিয়ে এবং ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের মুখেই ফের তাঁকে কেন তলব করা হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। বারে দেখার বিষয় আগামী ১৩ তারিখ তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন কী দেন না! হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৩ পড়ুয়াকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.)। বিশ্বভারতীর ৩ পড়ুয়াকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ৩ পড়ুয়াকে কাল থেকেই ক্লাসে যোগদানের নির্দেশ দিয়ে বুধবার বিচারপতি রাজশেখর মান্থা মন্তব্য করেছেন, “লঘু পাপে দেওয়া হয়েছে গুরুদণ্ড”। সেইসঙ্গে উপাচার্যর ভূমিকার সমালোচনা করে বিচারপতি বলেন, ‘উপাচার্য নিজেকে আইনের থেকে বড় ভাবলে তাঁকে শিক্ষা দেবে আদালত’।

বিচারপতি রাজশেখর মান্থা নির্দেশ দেন, ‘অবিলম্বে ফেরাতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা, প্রত্যাহার করতে হবে সমস্ত অবস্থান-বিক্ষোভ’। প্রসঙ্গত, গত ২৩ অগাস্ট রাতে বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র তথা এসএফআই নেতা সোমনাথ সৌ, হিন্দি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ছাত্রী রূপা চক্রবর্তী ও অপর ছাত্রনেতা ফাল্গুনী পানকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ঘটনার সূত্রপাত, চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি। সেদিন ছাতিমতলায় এক অনুষ্ঠান চলাকালীন কিছু দাবি নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে সামিল হন পড়ুয়ারা। সেই অবস্থান বিক্ষোভ ‘বিশ্বভারতীর সম্মানহানিকর’, ‘শৃঙ্খলাভঙ্গ’ এর পাশাপাশি অর্থনীতি বিভাগে ভাঙচুরের অভিযোগ এনে তিন পড়ুয়াকে সাসপেন্ড করে বিশ্বভারতী। গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। কমিটির রিপোর্টে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সত্য বলে জানানো হয়। তারপরই তিন পড়ুয়াকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের কথা জানায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বুধবার পূর্ণ হল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের ৫৫ বছর

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বুধবার দেশ-বিদেশের নানা স্থানে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের ৫৫ বছর পূর্তি। সাক্ষরতা একটি মানবাধিকার। দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা হয় প্যারিসে ‘ইউনেস্কো’-র সদর দফতরে। সেখানে বলা হয়েছিল ‘এডুকেশন ফর অল”। সেই ভাবনা নিয়েই ১৯৬৬ সালের ২৬ অক্টোবর ইউনেস্কোর স্লোগানে সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য একটি আলোচনাসভা হয়। শিক্ষাকে সব স্তরে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয় সেখানে। সেই উদ্দেশ্যেই ১৯৬৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর দিনটিকে প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বা ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি ডে” হিসাবে ঘোষণা করেছিল।

বিশ্বের ৭৫ কোটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ এখনও লিখতে পড়তে পারেন না। এক কথায়, নিরক্ষর। পৃথিবীতে ১৫ বছর বা তদূর্ধ সামগ্রিক জনসংখ্যার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতার হার ৮৪.১ শতাংশ। যার মধ্যে পুরুষ সাক্ষরের হার ৮৮.৬ শতাংশ এবং মহিলা সাক্ষরতা ৭৯.৭ শতাংশ। শিক্ষায় মহিলা-পুরুষ লিঙ্গবৈষম্য দূর করে নারীর ক্ষমতায়ন বা শিক্ষায় নারীকে অনেক বেশি উপরের দিকে তুলে আনার কথা ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে আজও বিশ্বের বহু নারী-পুরুষ অশিক্ষার অন্ধকারে। পৃথিবীর পূর্ণবয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা। ৬০.৭ শতাংশ শিশু এখনও স্কুলশিক্ষার বাইরে। ১২ কেটি ২০ লাখ শিশু অশিক্ষিত যার মধ্যে ৬০ শতাংশ মহিলা।

যে-কোনও দেশ যে-কোনও জাতি লিঙ্গবৈষম্য দূর করে শিক্ষিত হয়ে উঠলেই আলোকিত সমাজ গড়ে ওঠে। তার প্রকৃত উদাহরণ আর্জেন্টিনা। যেখানে নারী-পুরুষ সমান সংখ্যায় শিক্ষিত। ছোট্ট দেশ অ্যান্ডোরায় একশো শতাংশই শিক্ষিত। অস্ট্রেলিয়ায় সাক্ষরতার হার ৯৬ শতাংশ, চিন ৯৫ শতাংশ, ফ্রান্স ১৯ শতাংশ। ফিনল্যান্ড ১০০ শতাংশ। প্রতি দশ বছর অন্তর ইউনেস্কো যে গ্লোবাল লিটারেসি তালিকা তৈরি করে, সেখানে বলা হচ্ছে, ১৫ বছরের উপর বয়সিদের বর্তমান শিক্ষার হার ৮৬ শতাংশ। যেখানে পুরুষের হার ৯০.৫ শতাংশ। মহিলা ৮২.৭ শতাংশ। ইউনেস্কো প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্তে শিক্ষার প্রসারে কাজ করেন এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মহান দার্শনিক পণ্ডিত কনফিউসিয়াসের নামে শিক্ষাপুরস্কার প্রদান করে আসছে ২০০৫ সাল থেকে। এছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল লিটারেসি পুরস্কার, নোমা লিটারেসি পুরস্কার, কিং সেজং লিটারেসি পুরস্কার-সহ আরও নানা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বিভিন্ন বছরে। বর্তমান বিশ্ব নিও নর্মাল দুনিয়ায় ডিজিটাল ওয়ার্লে ঢুকে পড়েছে। যাকে বলা হচ্ছে লিটারেসি ইন ডিজিটাল ওয়ার্ল। সেখানে নিরক্ষরতা দূর করে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ঘটানোই হবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মূল উদ্দেশ্য।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিভিন্ন দাবিতে রাজধানী আগরতলাতে সিপিআইমের বিক্ষোভ কর্মসূচি। ছবি ঃ নিজস্ব

রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে আগ্রহী সরকার ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে আগ্রহী সরকার। রাজ্যের শিল্প সংস্ক'তির প্রসারের সুযোগ তৈরি ও সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এক সংবর্ধনা 'পন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব কালচারাল কমপ্লে'র উদ্যোগে নবনিযুক্ত তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে মারক উপহার ও স্বামী বিবেকানন্দের বই তুলে দেওয়া হয় মন্ত্রীর হাতে। এরপর তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী রাজ্য সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটি ও সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব কালচারেল কমপ্লে' কমিটির সদস্যগণের সাথে পরিচিত হন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, রাজ্যের শিল্প সংস্ক'তির প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। রাজ্যে সম্ভাবনাময় চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের বিকাশ ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির বিষয়টিও সরকারের ভাবনায় রয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে শিল্প সংস্ক'তির আদান প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের সাংস্ক'তিক চর্চার পরিসরকে কি করে আরও সমৃদ্ধ করে তোলা যায় তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তার পাশাপাশি রাজ্যে কালচারেল হাব তৈরি করার পরিকল্পনা আরও গতি আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি রাজ্যে একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান চালু করা ও চলচ্চিত্র উৎসব করার রাজ্য সরকারের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। জেলা ও মহকুমা স্তরে সাংস্ক'তিক চর্চার সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি এইক্ষেত্রের বিশিষ্টজনদের যুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী আরও বলেন, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর হচ্ছে সরকারের দর্পণ। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জনজাগরণ তৈরিতে আরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে দপ্তরকে। পরিষেবা প্রদানকারী দপ্তরগুলির সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা এবং মহকুমা স্তরের আধিকারিকদেরও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, মহকুমা স্তর থেকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজ, সফলতা যত বেশি আরও বেশি করে প্রচারে আনতে হবে। প্রত্যেকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পাশাপাশি সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। নির্ধারিত কাজের পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে তার থেকে সুরাহার পথ বের করতে হবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের শিল্প সংস্ক'তি চর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র সাংস্ক'তিক ক্ষেত্রের প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যে গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে হবে। তার পাশাপাশি রাজ্যের সাংস্ক'তিক বিকাশের সম্ভাবনাময় দিকগুলিকে আরও সমৃদ্ধতর করে বহির্রাজ্যে মেলে ধরার প্রয়াস নিতে হবে। কি করে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের কাজে আরও গতি আনা যায় সেই লক্ষ্যে একটি রূপরেখা তৈরি করার জন্যও তিনি নির্দেশ দেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল বলেন, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে কাজে আরও গতি আনতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পৃথক বিভাগ তৈরি করে উন্নয়নমূলক কাজের তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং সামাজিক মাধ্যমে তা প্রচার করার কাজ চলছে। সরকারের প্রত্যাশা পূরণে আগামীদিনে দপ্তরের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মপরিকল্পনা এবং পেশাদারি সংস্থাকে যুক্ত করে কি করে কাজের ক্ষেত্রে আরও আধুনিকতা আনা যায় এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে। আগামীদিনে সরকারের প্রত্যাশা পূরণে মসৃণভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে মন্ত্রীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অন্যতম কাজের ক্ষেত্রে সাংস্ক'তিক এবং তথ্য বিষয়ক ক্ষেত্র। সাংস্ক'তিক ক্ষেত্রের বিকাশে রাজ্য সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির পরামর্শক্রমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। তার পাশাপাশি তথ্য প্রচারের দিকটিও সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ চলছে। বর্তমান পরিকাঠামো ও কর্মী সংখ্যার উপর নির্ভর করে দপ্তর সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারে গুরুত্ব সহকারে কাজ করে চলেছে। তবে আগামীদিনে আরও পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিভিন্ন পদে নিয়োগের মাধ্যমে দপ্তরের কাজে আরও গতি আনার লক্ষ্যে মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধিকর্তা রতন বিশ্বাস প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন আগামীদিনে রাজ্য শিল্প সংস্ক'তি ক্ষেত্রের বিকাশ ও সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে আরও গতি স'ারের লক্ষ্যে মন্ত্রী পরামর্শ দপ্তরের কার্য সম্পাদনের পথকে আরও সুগম করবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব বলেন, রাজ্যের শিল্পীদের তালিকাভুক্তকরণের মাধ্যমে স্বীক'তি প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের সাংস্ক'তিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকে যেন সমান সুযোগ পান তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নির্বাচিত কিছু শিল্পীর বদলে রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে অধিক সংখ্যায় শিল্পীদের শিল্প চর্চার অনুকূল সুযোগ প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব কালচারেল কমপ্লে' কমিটির চেয়ারম্যান কমল দেব রাজ্যের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, নজরুল কলাক্ষেত্র ও মুক্তধারার সংস্কার ও আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে মন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্য সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটি, সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব কালচারেল কমপ্লে' কমিটির সদস্যগণ ও তথ্য সংস্ক'তি দপ্তরের কর্মচারী ও আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠান শেষে রাজ্য সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির প্রতিনিধির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং বৈঠকে মিলিত হন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক পর্যটন দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও আন্তর্জাতিক পর্যটন দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে আজ গীতা'লী পর্যটন নিবাসে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের অধিকর্তা তড়িৎ কান্তি চাকমা। উপস্থিত ছিলেন নিগমের জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর্ঘ্য সাহা এবং দিলীপ দেববর্মা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্যুরিজম উন্নয়ন ফোরাম, হোটেল এণ্ড রেস্টুরেন্ট ওনার এসোসিয়েশন, সরকারি আর্ট কলেজ, টিআরআই, সাইক্লো হেলি', পিআরপিএসএস সাইক্লো, ইকফাই ইউনিভারসিটি, নীরমহল অ্যাডভে'র এণ্ড ফাউণ্ডেশন ক্লাব, আগরতলা অ্যাডভ্যা'র ক্লাব, তথ্য ও সংস্ক'তি, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ।

"ট্যুরিজম ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ" বিষয়ক ভাবনাকে সামনে রেখে স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদযাপন এবং বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২১ উদযাপন করার লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের নানা স্থানে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ইকফাই ইউনিভারসিটিতে স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদযাপন এবং বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার/আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলা অ্যাডভে'র ক্লাব এবং পর্যটন উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে স্বচ্ছতাহি সুরক্ষা এবং উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ থেকে একটি সাইকেল র‍্যালি আগরতলা শহর পরিক্রমা করবে। নীরমহল অ্যাডভে'র এণ্ড মাউন্টিনারী ক্লাবের উদ্যোগে ১৮ সেপ্টেম্বর নীরমহল প্রাসাদে স্বচ্ছতাহি সেবা অভিযানের আয়োজন করা হবে।

কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর আগরতলা অ্যাডভে'র ক্লাবের উদ্যোগে জম্পইহিলের লংগাই নদীর অববাহিকায় ৩ দিনব্যাপী ট্রেকিং এণ্ড ট্রেন্ট অ্যাকোমোডেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে ৪০ জন পর্যটক অংশ নেবে। আগামী ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের প্রতিটি ট্যুরিস্ট লজে, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, আগরতলার প্রতিটি আবাসিক হোটেল, সরকার স্বীক'তিপ্রাপ্ত প্রাইভেট অপারেটর, ট্রেভেলার অফিস সমূহ আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হবে। এই সময় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সাইক্লিং-এর প্রচার শীর্ষক প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন এবং আজাদি কা আমৃত মহোৎসব উপলক্ষে সকালে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম অধিকারের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণময় শোভাযাত্রা আগরতলা শহরের নানা পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শেষ হবে। এই দিন আর্ট কলেজের উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনের সামনে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ত্রিপুরা পর্যটন কেন্দ্রের উপর ক্যানভাস তৈরি করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৭ সেপ্টেম্বর ভ্রমণের জন্য হোটেল বুকিং এবং নানা পর্যটন প্যাকেজের উপর ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। অনাথ আশ্রমের শিশুদের ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্র ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করানো হবে। এছাড়া আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এবং বিশ্ব পর্যটন দিবসকে কেন্দ্র করে ফটো তোলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত হবে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর নীরমহল অ্যাডভে'র ক্লাব এর উদ্যোগে ছবিমুড়াতে ২ দিনব্যাপী অ্যাডভে'র ফেস্টিভলের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের অধিকর্তা শ্রী চাকমা আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে গৃহীত নানা সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

কাল জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর শনিবার রাজ্যে বসছে জাতীয় লোক আদালত। জাতীয় লোক আদালতের শুনানি সরাসরি ছাড়াও ভার্চুয়াল এবং হাইবিড পদ্ধতিতে হবে। উচ্চ আদালত সহ রাজ্যের সবকটি জেলা ও মহকুমা আদালত চত্বরে লোক আদালত বসবে। মোট ৫৭টি কোর্টে ২৭১১টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। উচ্চ আদালতে একটি বে' গঠন করা হয়েছে। এখানে ১৭টি মোটর যান দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আপিল মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর যান দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ মামলা ২৪৫টি, আপোষযোগ্য ফৌজদারি মামলা ২৮৫টি, বৈবাহিক বিরোধের ১৬৫টি মামলা, এন আই অ্যাক্টের (চেক বাউন্স) ১৫০টি মামলা, জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ৫টি মামলা এবং অন্যান্য দেওয়ানি সংক্রান্ত ১৬টি মামলা নিপত্তির জন্য তোলা হবে। এছাড়াও ১৮৪৫টি ব্যাঙ্ক ঋণ অনাদায়ী প্রাক মামলা বিরোধ সংক্রান্ত বিষয় জাতীয় লোক আদালতে নিপত্তির জন্য তোলা হবে। শনিবার সকাল ১০টায় শুরু হবে লোক আদালতের কাজ। আদালত চত্বরে করোনা অতিমারীর জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশিকাগুলি মানা হবে। আদালতের ভেতর এবং বাইরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। লোক আদালতে অংশ নিতে আসা সবার জন্যই মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক। মামলার বাদী-বিবাদীদের নোটিশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব স'য় ভ-াচার্য দ্রত ও বিনা আইনী খরচে মামলা নিপত্তির সুবিধা নিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করেছেন।

চোর তো চোরই হয়, কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা,৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিধানসভা ভোট মিটেছে অনেকদিন। কিন্তু অপরদিকে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে বীজ বনাম তৃণমূল তরজা। এরই মাঝে বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নারদকাণ্ড প্রসঙ্গে তৃণমুলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে "আসল চোর, নকল চোর বলে কিছু হয় না। চোর তো চোরই হয়"একহাত রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, "সাধারণ মানুষ যাঁদের টিভির পর্দায় বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট নিতে দেখেছেন তাঁদের যদি ডাকা হয় জিজ্ঞেস করা হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর থেকে বিধানসভা অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ভারতীয় সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বেলা এগারটায় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লে'স্থিত বিধানসভা ভবনে দ্বাদশ ত্রিপুরা বিধানসভার দশমতম অধিবেশন আহ্বান করেছেন। ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয় থেকে আজ এক প্রেস বি'প্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আদালতের রায়কে নৈতিক জয় দেখছেন ছাত্র ছাত্রীরা, অনশন উঠলেও উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অনড় ছাত্র ছাত্রীরা

বোলপুর, ৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) :কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে বড়সড় ধাক্কা বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর। বিশ্বভারতীর দায়ের করা মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে খুশি পড়ুয়া ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। বহিষ্কৃত তিন পড়ুয়াদের বৃহস্পতিবার থেকেই পঠন-পাঠনে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত । এটাই মূল দাবি ছিল আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের। আন্দোলনকারীরা একে নৈতিক জয় হিসেবেই বিবেচনা করছেন।যদিও ছাত্র ছাত্রী দের দাবি, রায়ের কপি হাতে আসার পরেই যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা বৈঠক করেই আন্দোলন প্রত্যাহারের ব্যাপারে পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

এদিন সংবাদ মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে খবর প্রচারিত হতেই মেতে উঠল আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা।অকাল বসন্ত উৎসব পালিত হল ধর্না মঞ্চে। রীতিমতো আবির খেলায় মেতে উঠলেন ছাত্র ছাত্রীরা। অনশনরত বহিস্কৃত ছাত্রী রুপা চক্রবর্তী ও অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য ফলের রস খেয়ে তিন দিন পরে অনশন ভাঙলেন। রায় শোনার পরেই এক হাড়ি মিষ্টি নিয়ে এদিন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বাড়ি পূর্বিতার গেটে পৌঁছে দেন আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রীরা। আনন্দে মিষ্টি বিতরন হয় ধর্না মঞ্চে। তাদের মতে, "উপাচার্য আমাদের অবিভাবক। তবুও তিনি আমাদের পড়াশুনা বন্ধ করে দিলেও, ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাই আমরা তাকে মিষ্টি পৌঁছে দিলাম। " এই রায় স্বাগত জানিয়েছেন আন্দোলনরত পড়ুয়া, অধ্যাপকরা।অনশনে বসা বহিষ্কৃত ছাত্রী রূপা চক্রবর্তী বলেছেন, """প্রাথমিক ভাবে আমাদের জয় হয়েছে। আমাদের মূল দাবি ছিল বহিষ্কার প্রত্যাহার করতে হবে। রায়ের সম্পূর্ণ কপি হাতে পেলে আমরা আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু উপাচার্যই আমাদের পড়াশুনা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই উপাচার্যের অপসারনের দাবি থেকে আমরা সরছি না। সেই দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে আদালতের নির্দেশ মেনেই।"""উচচ আদালতের রায় তাদের পক্ষে রায় এলেও উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে অনড় ছাত্র ছাত্রীরা। তাই এদিন "ফ্যাসিস্ট উপাচার্যের পদত্যাগ চাই।"

বাঙালীর

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে না। নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। এ ধরনের কার্যকলাপকে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বুধবার আন্দোলনে শামিল হয়ে আমরা বাঙালি রাজ্য সচিব জানান আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি কেউ জ্বালানি তেলের মূল্য অনেক কম। অথচ আমাদের দেশে জ্বালানির মূল্য ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের উপর। জনকল্যাণে আমরা বাঙালি দল সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি সনদ তুলে দেওয়ার জন্যই আন্দোলনে শামিল হয়েছে। চুপ করে ঘরে বসে না থেকে নিজেদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সকলকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজ্যে যেভাবে বিরোধী দলের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল।

সরকার ও প্রশাসন অবিলম্বে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আমরা বাঙালি দল আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

সংকট

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, বিজেপির মিছিল থেকে দুস্কৃতিকারীরা ওই সন্ত্রাস চালিয়েছে। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌছে সিপিএম পার্টি অফিসে ও বাইরে দাঁড়ানো গাড়িতে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

ধনপুরে লাল সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আজ সারা ত্রিপুরায় সমস্ত মন্ডলে ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করেছে বিজেপি। সেই মিছিল থেকেই দুস্কৃতিকারীরা হটাত মেলারমাঠ স্থিত সিপিএম পার্টি অফিসে এবং একটি সংবাদ মাধ্যমের অফিসে হামলা করেছে। দুস্কৃতিকারীরা সিপিএম পার্টি অফিসের ভেতরে একটি ও বাইরে চারটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই দুস্কৃতিকারীরা প্রতিবাদী কলম সংবাদপত্রের অফিসে হামলা করেছে। তারা প্রতিবাদী কলমের অফিসে ভাংচুর চালানোর পাশাপাশি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ওই ঘটনায় মুহুর্তের মধ্যে মেলারমাঠ এলাকায় তীব্র আতঙ্কের দেখা দেয়। ব্যবসায়ীরা প্রাণ ভয়ে নিজেদের দোকানপাট বন্ধ করে দেন। এদিকে, অগ্নি নির্বাপক দফতরের কর্মীরা খবর পেয়ে ছুটে আসেন। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন মিলে সিপিএম পার্টি অফিসের ভেতরে ও বাইরে রাখা গাড়িতে আগুনে নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে, গাড়িগুলি সম্পুর্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আজ সংবাদ মাধ্যম আক্রান্তের ঘটনায় সমস্ত সংগঠন একত্রিত হয়ে পশ্চিম থানায় নালিশ জানিয়েছে। ১২ ঘন্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দোষীর গ্রেফতারি না হলে পুলিশ মুখ্য কার্যালয় ঘেরাওয়ের হুশিয়ারী দিয়েছেন সাংবাদিকরা।

উদয়পুর সংযোজনঃ রাজ্যের সাথে উদয়পুর মহকুমা সর্বত্র দেখা গেছে উত্তেজনা, উৎকন্ঠা ও পুলিশি তৎপরতা। আজ সকাল থেকেই জামতলা সিপিএম পার্টি অফিসে আস্তে আস্তে

ডি ওয়াই এফ আই, টি ওয়াই এফ আহূত বিক্ষোভ কর্ম সূচী তে অংশ গ্রহণের জন্য কর্মীরা ভীড় জমাতে শুরু করেন। বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আজকের এই ডি ওয়াই এফ আই, টি ওয়াই এফ আহূত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচীর আগাম অনুমতির জন্য দলীয় তরফ থেকে পুলিশ প্রশাসনের নিকট আবেদন করে ছিলেন। পুলিশ প্রশাসন প্রতিবাদ কর্মসূচির আগাম অনুমতি প্রদান করেনি- আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে পারে এবং কোভিড বিধির জন্য। বেআইনি ভাবে প্রতিবাদ মিছিল ও আন্দোলন সংঘটিত করা হবে এই আগাম খবর পাওয়ার পর যুব মোর্চার কর্মীরা উদয়পুর শহরে বেআইনি মিছিল সংগঠিত করা যাবে না বলে শহরের বিভিন্ন যায়গায় বেরিকেট তৈরী করে রাখেন। সকাল থেকেই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়। মফিজ হোসেন নামক এক বিজেপি কর্মী সিপিএম কর্মী দ্বারা আক্রান্ত হয়।মফিজুর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় টেপানিয়া জেলা হাসপাতাল থেকে আগরতলা জি বি হাসপাতালে রেফার করা হয়। পুলিশ জামতলা সিপিএম পার্টি অফিস সংলগ্ন এলাকায় দুই পক্ষের মুখোমুখি সংঘর্ষে আটকাতে পারলেও উত্তেজনা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিলো।পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত উদয়পুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ডি ওয়াই এফ আই, টি ওয়াই এফ সহ সি পি এম কর্মীদের বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ ভ্যান দিয়ে । এদিকে আহত মফিজ হোসেনের আক্রান্তের খবরের জেরে উদয়পুরের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে অগ্নি সংযোগের খবর পাওয়া যায় কম করেও আটটি। সিপিএমের জেলা সম্পাদক মাধব সাহা, বিধায়ক রতন ভৌমিক, নিতাই বিস্বাস, মানিক বিস্বাস সহ সবাই পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছেন কর্মীদের সব বাড়ি পৌঁছানোর। আক্রান্ত ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয় সংবাদ মাধ্যম দুরন্ত টিভি অফিসে।সব দিক দিয়ে উৎকন্ঠা ও উত্তেজনার মধ্যেই রাত কাটাতে হয় উদয়পুরবাসির।

চড়িলাম সংযোজনঃ বুধবার বিশালগড় সিপিএম পার্টি অফিসেও হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। দুস্কৃতিরা পার্টি অফিসের গেইট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতে বহু নথিপত্র পুড়ে যায়। ভষ্মিভূত হয়ে যায় ভেতরের সমস্ত আসবাবপত্র। এদিকে, এদিন রাতে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া পার্টি অফিসও দুস্কৃতিরা পুড়িয়ে দিয়েছে বলে খবর মিলেছে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

ছুড়ে অশান্ত করে তুলে হয়েছে। তিনি জানান, সিপিএম অফিস থেকে ছুড়া ইট-পাটকেলে মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা আহত হয়েছেন। তাই, মাতৃশক্তির উপর আঘাত দেখে যুব মোর্চার কার্যকর্তারা পাল্টা প্রতিরোধ গতে তুলেছে।

তাঁর দাবি, সিপিএমের ইট বৃষ্টিতে বিজেপি যুব মোর্চার সাতজন আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিতার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, উদয়পুরে যুব মোর্চার কার্যকর্তা মফেজ মিয়া সিপিএমের আক্রমনে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। তাই, আজ বিজেপি কার্যকর্তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তিনি সিপিএমকে হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসের চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। প্ররোচনা দিয়ে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসলে জনরোষে পরবেন। তাঁর সাফ কথা, গণরোষ থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবেন না।

এদিন বিজেপি প্রদেশ সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙলে পরিণতির ট্রেলার আজ মানুষে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর হুশিয়ারী, আজ কেবলই প্রতিরোধ করেছে বিজেপি। প্রতিশোধ নেয়নি। কিন্ত, ক্যাডার সন্ত্রাস বন্ধ না হলে আগামী প্রতিশোধ নেবে বিজেপি। তাঁর সাফ কথা, বিজেপিকে দুর্বল ভেবে রণকৌশল বদলানো উচিত হবে না।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

বলে অভিযোগ উঠেছে এলাকাবাসিদের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে যারা ঘর পাওয়ার যোগ্য, বসবাসের জন্য কাঁচা ঘর একমাত্র অবলম্বন তাদেরকে পাকা ঘর দেখিয়ে বঞ্চিত করছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর থেকে। কারন পঞ্চায়েত আর.পি.এম এর হাতে লক্ষীর ভান্ডার তুলে না দিলে প্রকৃত ঘর প্রাপকরা বঞ্চিত হচ্ছে ঘর পাওয়া থেকে।

জানা যায়, রাম ভক্ত পঞ্চায়েতের একাংশ সদস্য সহ বাম ভক্ত পঞ্চায়েত আর.পি.এম এই অনিয়ম করছে বলে গুঞ্জন রয়েছে এলাকাতে। অনিয়মের ঘটনা জানাজানি হতেই পঞ্চায়েত কতৃপক্ষ থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরা বার বার জানিয়েও কোনো কাজ না হওয়াতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। অবশেষে বুধবার দুপুরে এলাকাবাসীরা পিপাড়িয়া খলার পঞ্চায়েত আর.পি.এম কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।

খবর পেয়ে ছুটে আসেন রাজনগর ব্লকের বি.ডিও সহ পুলিশ। এর পর ছুটে আসেন পিপোড়িয়া খলার পঞ্চায়েতের প্রধান , উপপ্রধান সহ অন্যান্য সদস্যরা। পঞ্চায়েত আর.পি.এম এর সাথে কথা বলার পর রাজনগর ব্লকের বিডিও বিক্ষোভকারিদের আশ্বস্ত করেন , একটু সময় দিন, সাহায্য করুন। আমরা ব্যাপারটি নিয়ে তদন্ত করবো। প্রকৃত ঘর প্রাপক যারা বঞ্চিত তারা ঘর পাবে বলে আশ্বস্ত করার পর ঘেরাও মুক্ত হয়।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

কথা বলেছেন মুখ্যসচিবের সাথে।

বিজন ধর বলেন, তবে নতুন ধাঁচে আক্রমণ করা হচ্ছে। জনগণের উপর যে অত্যাচার, সরকারি অর্থ নয়ছয় করা, লুন্ঠন করা। এগুলির বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হচ্ছেন। মানুষের যে আন্দোলন তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে সিপিএম তথা বামপন্থীরা। এইরকম অবস্থাতে আক্রমণ হচ্ছে জনগণকে ভয় দেখানে। যাতে প্রতিবাদ করতে না পারে। মানুষের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সিপিএমের অফিসগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। আর তাই এই কেন্দ্রগুলিকে গুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে শাসক দল বিজেপির দুস্কৃতিরা। জনগণের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য সিপিএমের পার্টি অফিসগুলিক গুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এবিভিপির

● প্রথম পাতার পর

অধিকর্তার বরখাস্ত দাবি করেছে তারা।অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানিয়েছে।গতকাল পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে আজ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে সকাল ১১ ঘটিকায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে স্থিত স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশে এক ধর্ণা কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে । সকল মিডিয়া বন্ধুদের উপস্তিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

লোকজন জানিয়েছেন।পুলিশ গিয়ে গৃহবধূকে মৃত অবস্থায় নিচে থেকে উদ্ধার করে।তবে গৃহবধূর বাপের বাড়ি তরফে এখনো কোন অভিযোগ না পাওয়া যায়নি। সিধাই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের জন্য পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

খেলাধুলা

ব্রাজিল-আর্জেন্তিনার ম্যাচ বাতিল নিয়ে তদন্তে নামল ফিফা

জেনিভা, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ব্রাজিল ও আর্জেন্তিনার বহু প্রতিক্ষিত বিশ্বকাপের যোগ্যতাপর্বের ম্যাচ অভাবনীয় পরিস্থিতিতে বাতিল হয়ে যায়। তবে ফিফা সরকারিভাবে এই ম্যাচ নিয়ে তদন্ত করার কথা জানিয়ে দিল। প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে ম্যাচ শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট পরেই ব্রাজিল স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের হস্তান্তরে প্রথমে স্থগিত ও পরে বাতিল হয় ম্যাচ।

এক সরকারি বিবৃতিতের ফিফার তরফে জানানো হয়, ''ফিফা বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে ব্রাজিল ও আর্জেন্তিনা ম্যাচের রিপোর্ট ভালভাবে খতিয়ে দেখে ফিফার তরফে সরকারিভাবে জানানো হচ্ছে যে, ম্যাচে অংশগ্রহণকারী দুই দলের অ্যাসোসিয়নের ওপরই ফিফা তদন্ত শুরু করেছে। দুই দলকেই ম্যাচের বিষয়ে সকল তথ্য জানানোর জন্য বলা হয়েছে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ বাতিল করা হয়। ফিফা সব বিষয় তথ্য জমা করার পরই সংস্থার ডিসিপ্লিনারি কমিটি পুরো বিষয়টাকে খতিয়ে দেখবে।'

করোনা পরিস্থিতিতে ব্রাজিলের নিয়ম অনুযায়ী ব্রাজিলিয়ান ছাড়া অন্য কোন দেশের ব্যক্তি শেষ ১৪ দিনে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা বা যুক্তরাজে থাকলে তাকে দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আর্জেন্তিনা দলের চার ফুটবলার ইংল্যান্ডের প্রিমিয়র লিগে খেলেন। অভিযোগ এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, টটেনহ্যাম হটস্পার যুগল জিওভানি লো সেলসো ও ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো এবং এমি বুয়ন্দিয়া এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন বিভাগে ভুল তথ্য দিয়ে দেশে প্রবেশ করেন।

এরপরেই তাঁদেরকে দেশছাড়া করতে মাঠে খেলায় ব্যাঘাত ঘটান ব্রাজিলিয়ান স্বাস্থ্য কর্মীরা। ব্রাজিলিয়ান ফেডেরাল পুলিশ সোমবারই অভিযুক্ত চার ফুটবলারের বিরুদ্ধে তদন্তের কথা জানায়, যাদের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশছাড়া করা হয়েছে। আর্জেন্তাইন দল তিনদিন ব্রাজিলে থাকলেও ম্যাচ শুরুর আগেই কেন এমন ঘটনা ঘটল, সেই নিয়ে বিস্তর জলঘোলা অব্যাহত। ফুটবলমহলেও এই ঘটনা নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। এরপরেই ঘটনার সত্যতা জানতে আসরে নেমেছে ফিফা। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

টেস্ট বোলারদের ব্যাঙ্কিংয়ে বুমরাহর উন্নতি, পিছিয়ে গেলেন অ্যান্ডারসন

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আশেপাশের সময়ে জসপ্রীত বুমরাহের বোলিং ফর্ম নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠেছিল। তবে চলতি ইংল্যান্ড সিরিজেই ফর্মে ফিরে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন ভারতীয় তারকা বোলার। ওভালে তার এক আগুনে স্পেলেই ম্যাচ ঘুরে গিয়েছে বলে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন জো রুটও। এবার ফর্মের ফেরার সুফল পেলেন বুমরাহ। প্রকাশিত আইসিসি ব্যাঙ্কিংয়ে টেস্ট বোলারদের তালিকায় একধাপ উপরে উঠে এসেছেন বুমরাহ। জেসন হোল্ডারের জায়গায় ৭৭১ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে থাকা পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন ভারতীয় তারকা। তবে সিরিজের শুরুর দিকে সাফল্য পেলেও ওভালে নিজের নখ ফোঁটাতে ব্যর্থ হন জেমস অ্যান্ডারসন। দুই ইনিংসে মাত্র দু''টি উইকেটই পান ৩৯ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার।

আইসিসির টেস্ট বোলারদের তালিকায় পাঁচ নম্বর থেকে স্লিপ করে সাতে নেমে গেলেন জিমি। তবে এখনও অবধি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে একটিও টেস্ট না খেললেও নিজের জায়গা ধরে রাখলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। একে নিজের জায়গা ধরে রেখেছেন অস্ট্রেলিয়া তথা কলকাতা নাইট রাইডার্সের তারকা বোলার প্যাট কামিন্স। তিন রয়েছে কামিন্সের বদলি হিসাবে নাইট শিবিরে যোগ দেওয়া টিম সাউদি।

তবে বোলারদের ব্যাঙ্কিংয়ে অ্যান্ডারসন পিছিয়ে গেলেও অলরাউন্ডারদের ব্যাঙ্কিংয়ে কিন্তু প্রাপ্তি ঘটেছে ক্রিস ওকসের। লাল বলের ক্রিকেটে ওয়াপসি ঘটিয়েই ওভালে প্রথম ইনিংসে অর্ধশতরানসহ ম্যাচে মোট সাত উইকেটও পান এই ইংরেজ তারকা। অলরাউন্ডারদের তালিকায় তারই সুবাদে প্রথম ১০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। প্যাট কামিন্সের পরেই নয় নম্বর স্থানে রয়েছেন ওকস। অলরাউন্ডারদের তালিকায় অবশ্য অশ্বিনের থেকে দু''ধাপ এগিয়ে তিন নম্বরে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। দুই ভারতীয়র মাঝে অশ্বিনের জায়গায় একধাপ উঠে এসে চতুর্থ স্থানে অবস্থান শাকিব আল হাসানের। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

টি ২০ বিশ্বকাপের দল নির্বাচনে ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ভিডিও বৈঠকে থাকবেন শাস্ত্রী, কোহলি

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ বুধবার ভারতের টি ২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষিত হবে। দুপুরে মুম্বইয়ের বিসিসিআইয়ের বৈঠকে বসবে নির্বাচক মন্ডলী। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ভিডিও কনফারেন্সে মিটিংয়ে যোগ দেবেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং কোচ রবি শাস্ত্রী। এর আগে মুম্বইতে একদফা আলোচনা সেরে রেখেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি, জয় শাহরা। বুধবার চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা হবে। প্রাথমিকভাবে ২০ জনকে বেছে নেওয়া হবে। মূল স্কোয়াডে ১৫ জন থাকবেন। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হতে পারে ৫ জনকে।

আইসিসি গাইডলাইন অনুযায়ী ১০ সেপ্টেম্বর দল ঘোষণার শেষ দিন। কিন্তু তার দু''দিন আগেই টি ২০ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করে দিচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ব্যাটসম্যানদের তালিকায় কোনও চমক নেই। থাকবেন রোহিত শর্মা, কেএল রাহুল, শিখর ধাওয়ান, সুর্যকুমার যাদব। পৃথ্বী শ এবং শ্রেয়াস আইয়ারের মধ্যে লড়াই হতে পারে। উইকেটকিপার ঋষভ পন্থ। কেএল রাহুল উইকেটকিপিং করতে পারে বলে হয়তো আলাদা করে দ্বিতীয় উইকেটকিপার নেওয়া হবে না। অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা নিশ্চিত হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা এবং শার্দুল ঠাকুরের। ইংল্যান্ড সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরষ্কার হিসেবে টি-২০ বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেতে চলেছে বোলিং অলরাউন্ডার।

ফাস্ট বোলার ও স্পিনার মিলিয়ে আটজন বোলারকে নেওয়া হতে পারে। তারমধ্যে নিশ্চিত ছ''জন। নিশ্চিত যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, ভুবনেশ্বর কুমার, দীপক চাহার, যুজবেন্দ্র চাহাল এবং রাহুল চাহারের। আলোচনা হতে পারে মহম্মদ সিরাজ, টি নটরজন, ক্রুনাল পাণ্ডিয়া, সাকরিয়া, অক্ষর প্যাটেলের নাম নিয়ে। ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি ২০ বিশ্বকাপের অভিযান শুরু হবে কোহলিদের। ফাইনাল ১৫ নভেম্বর।

ম্যাঞ্চেস্টারে বাদ পড়তে পারেন রাহানে, বুমরাকে বিশ্রামের ভাবনা

ম্যাঞ্চেস্টার, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ইংল্যান্ড ভূমে ১৪ বছর পর টেস্ট সিরিজ জয়ের হাতছানি কোহলিদের সামনে। শুক্রবার থেকে শুরু সিরিজের পঞ্চম টেস্ট। সিরিজে ২-১ এগিয়ে বিরাটরা। শেষ টেস্ট ড্র করলেই চ্যাম্পিয়নের তকমা পেয়ে যাবেন কোহলি, রোহিতরা। হেড কোচ, বোলিং কোচ এবং ফিল্ডিং কোচ তিনজনেই এখন কোয়ারান্টিনে। তাই তাদের ছাড়াই ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট জয়ের পরিকল্পনা সাজাতে হবে কোহলিদের। সিরিজের শেষ টেস্ট নিয়ে কোহলির সঙ্গে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সে কথা চলছে শাস্ত্রীর। ম্যাঞ্চেস্টারে শাস্ত্রী না থাকতে পারলেও তার নজর সর্বক্ষণ সেখানেই।

সিরিজের শেষ টেস্টে ভারতীয় দলে দেখা যেতে পারে দুটি পরিবর্তন। ফর্মে না থাকা অজিঙ্কা রাহানেকে বাদ দিতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। সহ অধিনায়কের জায়গায় খেলতে পারেন হনুমা বিহারী। ভাবনায় রয়েছেন সূর্যকুমার যাদবও। বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে জসপ্রীত বুমরাকে। ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌর রাহানের পাশে দাঁড়ালেও ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতীয় মিডল অর্ডারের না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ রান ছিল রাহানের।

অথচ ইংল্যান্ড সফরে ফর্মের একেবারে ধারে কাছে নেই তিনি। ৭ ইনিংসে ১০৯ রান করেছেন। ব্যাটিং গড় ১৫.৫৭। সর্বোচ্চ ৬১। চলতি সিরিজে তিন বার দুই অঙ্কের ঘরেও পৌঁছাতে পারেননি। তার মধ্যে আউট হয়েছেন শূন্য রানে। দুটো ইনিংসে আউট হয়েছেন ২০-র নীচে। রাহানে ফর্মে না থাকায় লোয়ার অর্ডারে চাপ বাড়ছে। অজিঙ্কার ব্যাটিং স্কিল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুনীল গাভাসকরও। ফর্মে না থাকা রাহানেকে তাই ম্যাঞ্চেস্টারে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাইছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। আর বুমরা পরিবর্তে ম্যাঞ্চেস্টারে ফিরতে চলেছেন মহম্মদ সামি। বাকি তিন পেসার উমেশ যাদব, শার্দুল ঠাকুর আর মহম্মদ সিরাজ খেলবেন।

রিয়ালে যোগ দিয়ে গর্বিত কামাভিঙ্গা

প্রথমবারের মতো খেলবেন ইউরোপের বড় কোনো ক্লাবে। সেটাও আবার রিয়াল মাদ্রিদের মতো ঐতিহ্যবাহী দলে। এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা স্বপ্নটা দেখতেন অবশ্য সেই ছোটবেলা থেকেই। রিয়ালে যোগ দিয়ে তাই স্বপ্ন পূরণের আনন্দে ভাসছেন ফ্রান্সের এই তরুণ সম্ভাবনাময় মিডফিল্ডার।

গ্রীষ্মের দলবদলের শেষ দিনে ১৮ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়ের সঙ্গে ছয় বছরের চুক্তি করার কথা জানায় ইউরোপের সফলতম দলটি। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে খেলবেন কামাভিঙ্গা।

বুধবার তাকে রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পরে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে কামাভিঙ্গা বলেন, দলটিতে যোগ দিয়ে তিনি গর্বিত। এখানে সাফল্য পেতে উজাড় করে দেবেন নিজেকে।

"এখানে আসতে পেরে আমি খুব খুশি। ছোটবেলা থেকেই রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছি। এই ক্লাব এবং আমার পরিবারের জন্য সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করব।"

''যখন জানতে পারলাম আমি রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড় হতে যাচ্ছি তখন থেকেই আমি খুশি। এখানে আসতে পেরে আমি গর্বিত। যা কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা গিয়েছি তারপরও পরিবারের সঙ্গে এখানে থাকতে পেরে আমি গর্বিত।"

কামাভিঙ্গা জানিয়ে দিলেন তার লক্ষ্যের কথাও। আপাতত তার ভাবনা রিয়ালের হয়ে খেলাটা উপভোগ করা। "এখানে আমি শিখতে এসেছি এবং আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি প্রস্তুত। আমি কঠোর পরিশ্রম করব।"

২০১৯ সালে রেনের হয়ে পেশাদার ক্যারিয়ারের শুরু কামাভিঙ্গার। দলটির হয়ে ৮৮টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৯ ম্যাচ খেলে গোল করেন একটি।

গত বছর উয়েফা নেশন্স লিগে ইউক্রেনের বিপক্ষে ম্যাচে ফ্রান্স জাতীয় দলে প্রথমবারের মতো শুরুর একাদশে নেমেই ওভারহেড কিকে দর্শনীয় এক গোল করেন তিনি। ফ্রান্সের ইতিহাসে যা দ্বিতীয় সবচেয়ে কম বয়সে গোল করার (১৭ বছর ১১ মাস) কীর্তি। গত ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের দলে অবশ্য সুযোগ হয়নি তার। এত ক্লাব থাকতে রিয়ালকে কেন বেছে নিয়েছেন, সেটাও বললেন কামাভিঙ্গা।

"প্রথম কারণটি অর্থ নয়, এটা স্বপ্ন পূরণের আনন্দ, ছোটবেলা থেকে যে স্বপ্নটা আমি দেখতাম। এখানে আসার বিষয়ে আমাকে দুবার ভাবতে হয়নি। আমি খুব খুশি।"

ইউএস ওপেনে আজ নামছেন জকোভিচ

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ইউ এস ওপেনে পুরুষদের বিভাগে বুধবার শেষ আটের ম্যাচে জকোভিচ মুখোমুখি হচ্ছেন ইতালির মাত্তেও বারেত্তোনির বিরুদ্ধে। এই টুর্নামেন্টে ওপর ম্যাচে রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভ লড়াই করবেন কানাডার ফেলিক্স আগুয়ের আলিয়াসিমের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, বারোত্তিনিকে ফাইনাল হারিয়ে গত মাস কয়েক আগে বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ডস্লাম উইম্বলডন জিতেছিলেন জকোভিচ। পুরুষদের সিঙ্গলসের অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে বুধবার নামছেন অলিম্পিক সোনাজয়ী জার্মানির আলেকজান্দার জেভরভ। জেভরভের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার অবাছাই লয়েড হ্যারিস। অন্যদিকে, ফেলিক্সের বিরুদ্ধে স্পেনের খেলোয়াড় কার্লো আলকারাজ। আলকারাজ চোট পেয়ে কোর্ট ছাড়ার ফলে ম্যাচে ওয়াকওভার পেয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন ফেলিক্স। টুর্নামেন্টে মহিলাদের বিভাগে সিঙ্গলসে কানাডার ১৯ বছরের তরুণী লেইলা ফার্নান্ডেজের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত রইলো। কোয়ার্টার ফাইনালে ফেভারিট এলিনা সেলতনোভাকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন টুর্নামেন্টের অবাছাই ফার্নান্ডেজ। সেমিতে তাঁর প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টে দু নম্বর বাছাই বেলারুশের আরাইনা সাবালেঙ্কা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PNIe-T NO:- 16/EE-112021-22, Dated 06/09/2021

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on **07-10-2021** for 01(One) No. Maintenance work. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA WEST TRIPURA

ICA-C-2050/2021-22

No.F 1(36)-DHFWS/CMO/U/Procurement/2021
Government of Tripura
District Health & Family Welfare Society
Office of the Chief Medical Officer
Gomati District, Udalpur, Tripura

Dated:-Kailashahar, the 08/09/2021

Notice Inviting Tender

Notice Inviting Tender (NIT) are hereby invited by the undersigned from registered Hotel/Restaurant/Firm/ Agencies/ Co-operative Societies of Tripura for supply of (a) Food items and catering services, (b) Hiring Vehicle on need basis (c) Miscellaneous Items and (d) printing and stationery items for using in the office of the District Health & Family Welfare Society, Unakoti District, Tripura for a period of one year from the date of selection. The validity may be extended with the same rate of contact if authority agreed. The interested registered VENDOR may submit the Separate Sealed Tender on or before 27/09/2021 up to 4.00 pm and the tenders are likely to be opened on 28/09/2021 at 03:30 pm, if possible. Details terms and conditions and list of items are available in the official website: https:// tripuranrhm.gov.in

(Dr. J.B. Darlong)
Chief Medical Officer cum Executive Secretary
District Health & Family Welfare Society
Unakoti District, Kailashahar, Tripura

■ Phone : 0381-2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মঙ্গলবার রাজ্যে এলেন তৃণমুল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের পুর ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। ছবি নিজস্ব।

সংবাদপত্র অফিসে হামলা বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা

খোঁজ নিলেন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ও তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলায় সংবাদপত্র ও টিভি চ্যালেলের অফিসে হামলা হুজ্জতির ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন। সেই সাথে ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী আক্রান্ত সংবাপত্র ও টিভি চ্যানেলর অফিসে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন। প্রতিবাদী কল ও পিবি ২৪ এর সম্পাদক তথা কর্ণধার অনল রায় চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা। আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ তদন্ত করবে।

আজ প্রতিবাদী কলম ও দেশের কথা পত্রিকা অফিসে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। প্রতিবাদী কলম অফিস ভাঙচুর করে। প্রতিবাদী কলম অফিসে কর্মরত তিনজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এরমধ্যে প্রসেনজিৎ সাহার মাথায় তিনটি সেলাই লেগেছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাব সম্পাদক প্রণব সরকার জরুরী ভিত্তিতে কথা বলেন প্রেসক্লাব সভাপতি, সহ সভাপতি ও রাজ্যের সব সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে। সম্পাদকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দুটি পত্রিকা অফিস পরিদর্শন করেন এবং আহত সাংবাদিকদের সাথে দেখা করে তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন। হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য দাবি জানানো হয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে। সম্পাদক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ব্যাপারে রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে কথা বলেন, সংবাদ মাধ্যম যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, বুধবার প্রতিবাদী কলম, দেশের কথা পত্রিকা অফিস, পি.বি-২৪ অফিস ও উদয়পুরের দূরন্ত টি.ভি চ্যানেলে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। প্রতিবাদী কলম ও পি.বি-২৪ অফিসে কর্মরত তিনজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে সাংবাদিক প্রসেনজিৎ সাহার মাথায় তিনটি সেলাই লেগেছে। এই ঘটনার পর সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল দুটি পত্রিকা অফিস ও পি.বি-২৪ অফিস পরিদর্শন করে এবং আহত সাংবাদিকদের সাথে দেখা করে তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়। পরবর্তী সময় সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল পশ্চিম আগরতলা থানায় গিয়ে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের জন্য ১২ ঘণ্টা সময় সীমা বেঁধে দেয়। এইদিকে হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য দাবি জানানো হয়েছে ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকেও। ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সোসাইটির সাধারন সম্পাদক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, তার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংবাদ মাধ্যম যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

অন্যদিকে, সংবাদমাধ্যমের ওপর হামলা ও ভাংচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানায় ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। বুধবার রাজধানী শহরে দুটি সংবাদ পত্রের অফিস, প্রতিবাদী কলম এবং ডেইলি দেশের কথায় হামলা ও ভাঙচুর চালায় একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মদতপুস্ট দুষ্কৃতীরা। সংবাদমাধ্যমের উপর এ ধরনের হামলা ও হুমকি কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এর উপর হামলা মানে জনগণের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের অভিলম্বে গ্রেপ্তার করে শাস্তির প্রদানের দাবি জানানো হচ্ছে।

এদিকে, বুধবার একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায় প্রতিবাদী কলম, দেশের কথা পত্রিকা অফিস, পি.বি-২৪ অফিস ও উদয়পুরের দূরন্ত টি.ভি চ্যানেলে। প্রতিবাদী কলম ও পি.বি- ২৪ অফিসে কর্মরত তিনজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। সাংবাদিক প্রসেনজিৎ সাহার মাথায় তিনটি সেলাই লেগেছে। এই ঘটনার পর সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল দুটি পত্রিকা অফিস ও পি.বি-২৪ অফিস পরিদর্শন করেন। আহত সাংবাদিকদের সাথে দেখা করে তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়। পরবর্তী সময় সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল পশ্চিম আগরতলা থানায় গিয়ে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে ১২ ঘণ্টা সময় সীমা বেঁধে দেয় দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের জন্য। হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদানের জন্য দাবি জানানো হয়েছে ফোরাম ফর ডেভলাপমেন্ট এন্ড প্রোটেকসন অফ মিডিয়া কমিউনিটি-র পক্ষ থেকে। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, তার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে প্রতিবাদী কলম তথা পিবি-২৪ এ ভাঙচুর, সাংবাদিক প্রসেঞ্জিৎ সাহার উপর আক্রমণ ও ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা অফিসের সামনে গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করছে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সংবাদ মাধ্যমের উপর এহেন কাপুরুষোচিত আক্রমণের ঘটনা মোটেও কাম্য নয়। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন এই আক্রমণের ঘটনায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার দাবি জানাচ্ছে। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন।

বিশালগড়ে সাংবাদিক আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ সেপ্টেম্বর।। পেশাগত দায়িত্ব সেরে বাড়ি যাবার পথে বিজেপি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রমণের শিকার এক চিত্রসাংবাদিক। বুধবার রাত ৯টা১৫ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া ব্রিজ স্থিত জাতীয় সড়কে। আহত সাংবাদিকের নাম সুরজ ভট্টাচার্য। বাড়ি বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায়। অভিযোগের তীর স্থানীয় শাসক দলের দুষ্কৃতী উৎপল দেবনাথ সহ আরো ৫ জনের বিরুদ্ধে। জানা গেছে দুষ্কৃতী দলটি জাঙ্গালিয়া ব্রিজের মুখে লাঠিসোটা নিয়ে উৎপেতে বসেছিল।

সাংবাদিক সুরোজ ভট্টাচার্য বাড়ি যাবার পথ ধরলে দুষ্কৃতীরা পিছন দিক থেকে লাঠি দিয়ে তার পিঠে সজোরে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সুরজ। তখনই উৎপল দেবনাথ সহ বাকিরা তাকে লাথি ঘুষি মেরে রক্তাক্ত করে। ভাঙচুর করা হয় বাইকটি ও।তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসতে ই গা ঢাকা দেয় শাসক দলের দুষ্কৃতীরা। তৎক্ষণাৎ পথচারীরা তাকে পাঠায় বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে জাঙ্গালিয়া এলাকায় ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ। যদিও কোনো দুস্কৃতির টিকিয়ে নাগাল পায়নি থানা বাবুরা। জানা গেছে উৎপল দেবনাথ এলাকার কুখ্যাত সমাজ হিসেবে পরিচিত। রাতের আধারে বাইপাস সহ অন্যান্য নীরব জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষের অর্থ লুট করাই তার একমাত্র পেশা। এখন দেখার বিষয় পুলিশ এই কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদিদের ধরতে সক্ষম হয় কিনা।

সুপার ৩০ প্রকল্পে বাছাইকৃত সেরা ৩০ জন ছাত্রছাত্রী সহ তাদের অভিভাবকদের নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ শিক্ষা দপ্তরের সুপার ৩০ প্রকল্পে প্রথম ব্যাচের বাছাইকৃত সেরা ৩০ জন ছাত্রছাত্রী সহ তাদের অভিভাবকদের নিয়ে আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সুপার ৩০ প্রকল্পে বাছাইকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনপাঠনের অগ্রগতি এবং অধ্যায়নরত কোচিং সংস্থাগুলি থেকে তারা উপক'ত হচ্ছে কিনা বা সংস্থাগুলিতে পড়াশুনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা রয়েছে কিনা সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতেই এই সভা আহ্বান করা হয়।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা দপ্তর ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে সুপার ৩০ প্রকল্প চালু করে।এই প্রকল্পে এনইইটি এবং জেইই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য রাজ্যের বাছাইক'ত সেরা ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের পছন্দমতো ভারতের বিখ্যাত কোচিং সংস্থাগুলিতে কোচিং নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং সহ তাদের থাকা খাওয়ার ব্যয়ভার বহণ করবে রাজ্য সরকার। প্রতি বছর প্রতি ছাত্র-ছাত্রী পিছু কোচিং বাবদ ১ লক্ষ এবং থাকা খাওয়া বাবদ ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হবে। রাজ্য সরকারের প্রতি বছর এই প্রকল্পে খরচ হবে ৭২ লক্ষ টাকা।তিনি বলেন, গত বছরের সুপার ৩০ প্রকল্পে বাছাইক'ত ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২৭ জন নয়াদিল্লীর আকাশ ইনস্টিটিউট এবং ৩ জন কোটার অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউশনে কোচিং নিচ্ছে। বর্তমানে কোটার অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউশনে ছাত্র-ছাত্রীরা অফলাইনে কোচিং এবং আকাশ ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে কোচিং নিচ্ছে।

সভায় শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নিজ নিজ কোচিং সংস্থাগুলিতে ১০০ শতাংশ উপস্থিতি বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।এর ফলে ফলাফলে ইতিবাচক প্রভাব পরবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অভিভাবকরা রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের প্রতি সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। অতীতে এই ধরনের প্রকল্প দেখা যায়নি বলেও অভিভাবকরা জানান।রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে অভিভাবকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এই প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামীদিনে ভাল ফলাফল কববে। পাশাপাশি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে দ'ষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে সেটা শিক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের ছেলে মেয়েরা রাজ্যকে আলো দেখাবে বলে শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

এদিনের সভায় সেকেণ্ডারি এডুকেশনের অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রন সুপার ৩০ প্রকল্পে বাছাইকৃত ছাত্রছাত্রীদের একাদশ এবং দ্বাদশের পারফরম্যানস সহ তাদের উপস্থিতির বিষয়ে সভায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।

ট্রিপার ট্রাক ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ সেপ্টেম্বর।। চড়িলাম ছেচরিমাই এলাকার জাতীয় সড়কের পাশে একটি হোটেলের সামনে একটি ট্রিপার ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে তিনজন।সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। তারা ছুটে এসে আহত বাইক চালক সঞ্জীব নাথ(১৯), সামশু মিয়া(৩২) এবং বাবুল মিয়া(৪০) এই তিনজনকে প্রথমে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থা বেগতিক দেখে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। বর্তমানে সঞ্জীব নাথ বাইক চালক সাবরুম এর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় টিয়ার আর ০৮ এ ৭২১১ নম্বরের বাইক নিয়ে ছেচরিমাই এলাকায় এসে দ্রুতগামী একটি ট্রিপারের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরতর আহত হয় এবং ট্রিপার গাড়িটি উল্টে যায়।ট্রিপারে থাকা দুইজন শ্রমিকও আহত হয়।চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।ট্রিপারটি ছিল জিরানিয়ার। ট্রিপারটি নাম্বার হলো টিআর ০১ এ ই১৮২২।গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

বিভিন্ন দাবীতে আমরা বাঙালীর ধরনা আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

বিজেপি মহিলা মোর্চার সম্মেলন অনুষ্ঠিত মহেশখলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। মহেশখোলা দাসপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বুধবার বিজেপি মহিলা মোর্চার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপি মহিলা মোর্চার সম্মেলন এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে নবনিযুক্ত মন্ত্রী কে অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনা গ্রহণ করে নবনিযুক্ত মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বলেন, বিগত ২৫ বছর বামেরা মানুষের ওপর নানা ভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে। লুটপাটের রাজত্ব চালিয়েছিল তারা। সে কারণেই রাজ্যের জনগণ দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারক রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমান সরকার স্বচ্ছ প্রশাসন চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়ন মূলক কাজে সকল স্তরের জনগণকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার জন্য নবনিযুক্ত মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মহিলা মোর্চার সম্মেলনে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। সংগঠনকে আরো মজবুত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

গত বারের দূর্গা পূজার বকেয়া টাকা চাওয়ায় হুমকীর মুখে পড়ল কমলপুরের ডেকোরেটারের মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। গত বারের দূর্গা পূজার বকেয়া টাকা চাওয়ায় হুমকীর মুখে পড়ল কমলপুরের এক ডেকোরেটারের মালিক। সঠিক বিচার না পেলে এবার পূজায় কোথাও ডেকোরেটারের কাজ করবে না কমলপুর ডেকোরেটর এসোসিয়েশন। বুধবার কমলপুর প্রেস ক্লাবে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন কমলপুর ডেকোরেটর এসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন দাস।

সাথে ছিলেন এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সদস্যরা। ঘটনা গত বছর কমলপুরের মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাবে দূর্গা পূজার ডেকোরেশনের কাজের বরাদ্দ পান মানিক ভান্ডার বাজারের ডেকোরেটার মালিক তথা কমলপুর ডেকোরেটর এসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন দাস। তিনি গত বছর পূজার ডেকোরেশনের কাজের বকেয়া টাকা পাননিএখনো।

এবার পূজায় ফ্রেন্ডস ক্লাবে ডেকোরেটরের কাজ করতে বললে ডেকোরেটরের মালিক পবন দাস ফ্রেন্ডস ক্লাবের সম্পাদক তথা মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতের প্রধান ও মানিক ভান্ডার বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক রাজদীপ ঘোষকে জানান গত বারের বকেয়া টাকা না পেলে তিনি এবার পূজায় ডেকোরেটরের কাজ করবেন না।

মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাবের সম্পাদক তথা মানিক ভান্ডার বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক, ও মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদীপ ঘোষ হুমকি দেন যদি আমাদের ক্লাবে এবার পূজায় ডেকোরেটরের কাজ না করা হয় তাহলে মানিক ভান্ডার বাজারে কেউ ডেকোরেটারের ব্যবসা করতে পারবে না। ক্লাব সম্পাদকের এই ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হওয়ায় কমলপুর মহকুমার ডেকোরেটার ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। কমলপুর ডেকোরেটর এসোসিয়েশন বিচার প্রার্থী হন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের কাছে।

এসোসিয়েশন কোন বিচার না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কমলপুর প্রেস ক্লাবে এসে তাদের তীব্র ক্ষোভের কথা জানান। এসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন দাসের বক্তব্য, মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাব সম্পাদক, তথা মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতের প্রধান, তথা মানিক ভান্ডার বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক রাজদীপ ঘোষের হুমকির বিচার চান। যদি সঠিক বিচার করা না হয়, তাহলে এবার দূর্গা পূজায় কোন ক্লাব প্যান্ডেলের ডেকোরেটরের কাজ করবে না বলে জানান কমলপুর ডেকোরেটার এসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন দাস।

মুঙ্গিয়াকামীতে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ সেপ্টেম্বর।। মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ এবং সি.আর.পি.এফ ৭১ নং ব্যাটালিয়নের বি.কোম্পানির জওয়ানরা বুধবার সাত সকালে জাতীয় সড়কে একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে। লরি চালককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রাজ্যে দিন দিন সক্রিয় হচ্ছে নেশা কারবারী ও নেশা পাচারকারীরা। তাদের পাকড়াও করতে সর্বদা রাজ্যের পুলিশ কর্তব্য পালন করলেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে একাংশ নেশা কারবারিরা তাদের নেশা সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলছে।চম্পকনগর আউটপোস্ট , জিরানিয়া, রানির বাজার সহ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক দপ্তরের কর্মীরা যখন দিবা নিদ্রায় ব্যস্ত তখন মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ এবং সি.আর.পি.এফ ৭১ নং ব্যাটালিয়নের বি.কোম্পানির জওয়ানরা বুধবার সাত সকালে গোপন খবরের ভিত্তিতে দূরপাল্লার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করল ছোট-বড় ৪৫ টি প্যাকেট সহ ৩১৭ কে.জি শুকনো গাঁজা।

যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা। আটক করা হয় গাড়ির চালক সত্যবান সিংকে। তার বাড়ি বহিঃ রাজ্যে।ধৃত গাড়ির চালক সত্যবান সিংকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়,, তার গাড়ির আগে তাকে একটি ডিজাইর গাড়ি রওয়ানা হয় সেই গাড়িতে কিনা গাঁজা পাচারের মূল পান্ডা।সেই গাড়ির চালক ওই দূরপাল্লার লরিটিকে ফলো করে নিয়ে যাচ্ছিল। যার গাড়ির নম্বরটট্র০১ ০৫৩০। সে এও জানায়, এই গাঁজা পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে তার মালিকও জড়িত রয়েছে।তবে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই গাড়িটিকে পাকড়াও করতে ব্যর্থ এবং পরবর্তী থানাকেও এই গাড়ির ব্যাপারে অবগত করা হয়নি। ফলে স্বভাবতই মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশের ভূমিকায় সন্দেহের দানা বাঁধছে। তবে কি সর্ষের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ভূত?

এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই বিষয়টি এড়িয়ে যান কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। তিনি জানান, গাড়ির চালক সত্যবান সিং যে গাড়ির নম্বর পুলিশকে দিয়েছে সেটি ভুল। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে ওই দূরপাল্লার লরির মালিক এবং লরিটিকে ফলো করে নিয়ে যাওয়া ওই ডিজাইর গাড়ির ভেতরে থাকা গাঁজা পাচারের মূল মাস্টার মাইন্ডের বিরুদ্ধে।নাকি আর পাঁচটা সাধারণ মামলার মতোই থানার ফাইলে বন্দি হয়েই থেকে যায়। নাকি গাঁজা পাচারের মূল রাঘব বোয়ালদের পাকড়াও করার বদলে নিরীহ ট্রাক ড্রাইভারকে সাজা পেতে হয়।পুলিশের এমন ভূমিকা নিয়ে এবার উঠছে নানা প্রশ্ন। তবে কি পুলিশ বাবুরা লোক দেখানো ৩১৭ কেজি গাঁজা পাকড়াও করে হাজার হাজার গাঁজা পাচারের গাঁজা পাচারকারীদের সাহায্য করছে? এমনই প্রশ্ন এখন উঁকিঝুঁকি মারছে জনমনে।

উদয়পুরের পাল পাড়ায় বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। গোমতী জেলার উদয়পুর এর পাল পাড়ায় বোমা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কতিপয় দুর্বৃত্ত তাপস পালের বাড়িতে আক্রমণ সম্পর্কে করার লক্ষ্যে এসে তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় একটি বোমা ফেলে যায়।

রবিবার গভীর রাতে উদয়পুর পিএা পাল পাড়াতে সমাজ দ্রোহীদের দাঁরা তাপস পালের বাড়িতে আক্রমণ করা হয় বলে তাপস পাল জানান।তিনি জানান রবিবার রাত্রি দেড়টা থেকে দুইটা পর্যন্ত তারা পাহাড়া দিয়েছিল।সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার রান্না ঘরের সামনে বোম জাতীয় কিছু একটা নিউজ পেপার এর মধ্যে পেছানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তা দেখতে পেয়ে পিএা ফাঁড়িতে খবর দেয়।পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করে।পরবর্তীতে গোমতী জেলার বোম স্কোয়ারডকে খবর দিলে তারা গিয়ে দেখে এটা বোমা।এ নিয়ে এলাকাতে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।তাপস বাবু জানান ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে এই নিয়ে তার বাড়িতে দুই দুইবার আক্রমণ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক হিংসা বলে জানান বাড়ির মালিক। তাপস বাবু এও বলেন রাত প্রায় ১০টা থেকে রাত ১১ মধ্যে তিনটি বাইক নিয়ে প্রায় দশ জন যুবক এসে তার বাড়িতে আক্রমণ চালাতে শুরু করলে এলাকার লোকজন ছুটে আসলে সমাজ দ্রোহীরা তাপস পালের রান্না ঘরের সামনে বোমাটাকে ফেলে চলে যায়।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতামূলক র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।